বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে তাঁর দূরদর্শী চিন্তার ফলশ্রুতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ তারিখের ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশন বলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট ও কাজের পরিধি বিবেচনায় কমিশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) বলে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ১৯৯২ সাল থেকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় এ কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কমিশন আইনের শর্তানুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিধির অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ, রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ নেগোশিয়েশন কৌশল নির্ধারণে সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদানে কমিশন বিগত বছরেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা হলে ভবিষ্যতে কমিশন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সমর্থ হবে বলে আশা করি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

(জ্যোতির্ময় দত্ত)
চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি ১

১. ভূমিকা..... ১
২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা..... ১
৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন..... ১
৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো..... ২
৫. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল..... ২-৩

কমিশনের কার্যাবলি ৪

১. কমিশনের প্রশাসন..... ৪
২. কমিশনের বাজেট..... ৪
৩. কমিশনের আয়..... ৪-৫
৪. কমিশনের ব্যয়..... ৫
৫. ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি..... ৬
৬. কমিশনের গ্রন্থাগার..... ৭
৭. কমিশনের প্রকাশনা..... ৭-৮
৮. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন..... ৮
৮.১ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য..... ৮
৮.২ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য..... ৯
৮.৩ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য..... ৯

কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি ১০

১. কমিশনের কার্যাবলি..... ১০
১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ..... ১০
২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা..... ১০-১১
৩. শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান..... ১১
৪. শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ..... ১১
৫. দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন..... ১২
৬. দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন..... ১২
৬.১ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১২
৬.২ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১২
৬.৩ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১৩
৭. ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ..... ১৩
৭.১ এন্টি-ডাম্পিং..... ১৩
৭.২ কাউন্টারভেইলিং..... ১৩-১৪
৭.৩ সেইফগার্ড..... ১৪

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ..... ১৫

১. ভূমিকা..... ১৫
২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ..... ১৬
২.১ বগুড়া ও ঢাকা জেলায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার ১৬
৩. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১৬-১৭
৪. Procedural and substantive issues in relation to application Anti-dumping measures in Bangladesh শীর্ষক ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ..... ১৭
৫. ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্যাকিং ক্লথের ওপর সারকামভেনশন (Anti-Circumvention) তদন্ত সম্পন্ন করে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ..... ১৭
৬. বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত সিনথেটিক সূতার (Yarn /Thread of Synthetic Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত পরিচালনা করে শুল্ক আরোপ..... ১৮
৭. নিউ শিপার রিভিউ (New Shipper Review) সংক্রান্ত..... ১৮
৮. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Expert Group on Trade Remedy Measures গঠন বিষয়ে MoU সম্পাদন সংক্রান্ত..... ১৮
৯. বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ)ভুক্ত পাটপণ্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানিকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ..... ১৮
১০. খসড়া জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৮ এর ওপর মতামত প্রেরণ..... ১৯
১১. বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত স্টিল পণ্যের ওপর কানাডিয়ান সরকার কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত পরিচালনা..... ১৯
১২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম আমদানী মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের ওপর কমিশনের মতামত..... ১৯
১৩. স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের জন্য আবেদন..... ১৯
১৪. বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৯ - ২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা..... ২০

বাণিজ্য নীতি বিভাগ..... ২১

১. ভূমিকা..... ২১
২. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ ২২-২৯
৩. মনিটরিং সেল..... ২৯-৩১
৪. সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান..... ৩১-৩২
৫. বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা..... ৩২

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ..... ৩৩

১. ভূমিকা..... ৩৩
২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি ৩৪
২.১ Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8, PTA) বাংলাদেশ অনুসমর্থনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের Concession List of Products চূড়ান্তকরণ..... ৩৪

২.২	বিমসটেক এর আওতায় বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস ২০১২ ভার্সন হতে এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রুপান্তরকরণ.....	৩৪-৩৫
২.৩	চতুর্থ বিমসটেক সামিট সম্পর্কিত ব্রিফ প্রণয়ন.....	৩৬
২.৪	BIMSTEC এর আওতায় Product Specific Rules (PSR) of Origin সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ.....	৩৬
২.৫	BIMSTEC এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর সংক্রান্ত.....	৩৬
৩.	মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি.....	৩৬
৩.১	বাংলাদেশের সাথে MERCOSUR এর FTA করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৩৬-৩৭
৩.২	বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ.....	৩৭
৩.৩	বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৩৭
৩.৪	বাংলাদেশ -নেপাল দ্বি পাক্ষিক পিটিএ এর খসড়া প্রস্তুতকরণ ও বাংলাদেশের অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট পর্যালোচনা করা.....	৩৮
৩.৫	বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) র সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ.....	৩৮
৪.	দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি.....	৩৮
৪.১	বাংলাদেশের সাথে বেলারুশ, লাটভিয়া ও লিথুনিয়ার Foreign Office Consultation এর জন্য ইনপুট প্রেরণ.....	৩৮
৪.২	বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকের জন্য ইনপুট প্রণয়ন.....	৩৯
৪.৩	প্রস্তাবিত ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ PTA এর ১ম TNC সভায় অংশগ্রহনের লক্ষ্যে Request List এবং Sensitive List/Negative List প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি.....	৩৯
৪.৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ, ইইউসহ উন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার কারনে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের কি কি প্রভাব পড়তে পারে তার ওপর মতামত.....	৩৯-৪০
৪.৫	চীনের বাজারে কাগজ ও কাগজজাত পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশনের আবেদনের ওপর মতামত.....	৪০
৪.৬	চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪১
৪.৭	রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ.....	৪১
৪.৮	গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়ন.....	৪২
৪.৯	সিরামিক টেবিলওয়ার আমদানির ওপর তুরস্ক কর্তৃক নতুনভাবে আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন এর আবেদন প্রসঙ্গে.....	৪২
৪.১০	Progress of Third Joint Commission Meeting and Inputs for the 4th Joint Commission Meeting between Bangladesh and the UAE এর জন্য আলোচ্য বিষয়সমুহ প্রস্তুতকরণ.....	৪২-৪৩

৫.	অন্যান্য কার্যাদি.....	৪৩
৫.১	SDG-এর বিভিন্ন Indicator সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ.....	৪৩-৪৪
৫.২	বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎস বিধি (রুলস অফ অরিজিন) চিহ্নিতকরণ.....	৪৪
৫.৩	অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের সংশোধন/ পরিমার্জনের বিষয়ে মতামত.....	৪৫
৫.৪	High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to promote inclusive economic and social development in the region and its contribution to global economic governance" বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৫-৪৬
৫.৫	মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে মতামত প্রেরণ.....	৪৬
৫.৬	"Rapid e-Trade Readiness of Bangladesh"শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রেরণ.....	৪৬
৫.৭	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় কমিশন সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশনের হালনাগাদ তালিকা প্রেরণ.....	৪৭
৫.৮	Host Country Agreement with the Permanent Court of Arbitration সংক্রান্ত মতামত.....	৪৭
৫.৯	বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১৯ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ.....	৪৭
৫.১০	আমদানীকৃত পণ্যে মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights) প্রয়োগ বিধিমালা, ২০১৮.....	৪৭
৫.১১	National Intellectual Property Rights and Innovation Policy বিষয়ে মতামত প্রেরণ.....	৪৮
৫.১২	ডিটিআইএস অ্যাকশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান.....	৪৮
৫.১৩	ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পণ্য তালিকার খসড়া চূড়ান্তকরণ.....	৪৮
৫.১৪	Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৮-৪৯
৫.১৫	Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: Challenges and Pathways শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪৯-৫০
৬.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৫০
৭.	কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা.....	৫১
৭.১	সমস্যাবলী.....	৫১
৭.২	সুপারিশমালা.....	৫২-৫৫
	পরিশিষ্ট.....	৫৬
	পরিশিষ্ট- ১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল	৫৬-৫৭
	পরিশিষ্ট- ২: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো.....	৫৮
	পরিশিষ্ট- ৩: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন.....	৫৯-৬৪
	পরিশিষ্ট- ৪: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য.....	৬৫-৬৯
	পরিশিষ্ট- ৫: কমিশনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বাণিজ্য আলোচনা/নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণের বিবরণ.....	৭০
	পরিশিষ্ট- ৬: বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের বিবরণ..	৭০
	পরিশিষ্ট- ৭: কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ.....	৭২-৭৩
	পরিশিষ্ট- ৮: কমিশনের কর্মকর্তাগণের অন্যান্য প্রশিক্ষণের বিবরণ.....	৭৩-৭৬
	ফটোগ্যালারী.....	৭৭-৮১

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান কমিশনের মূল দায়িত্ব। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ট্যারিফ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এ প্রতিষ্ঠান গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করে। দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য হওয়ার পর কমিশন আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর ওপর সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়েও সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা:

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম/ চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে ‘ট্যারিফ কমিশন’ কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ‘বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪১ জন চেয়ারম্যান হিসেবে কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া

আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপ:

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৮	১১
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৭	০৬
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	৩১	০২
মোট	১১৫	৯৬	১৯

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হল।

৫. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

কমিশনের কার্যাবলি

১. কমিশনের প্রশাসন:

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

২. কমিশনের বাজেট:

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ১১,২৪,৩২,০০০.০০ (এগার কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

৩. কমিশনের আয়:

কমিশনের কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির বিবরণী নিম্নরূপ:

কোড নম্বর ও আয়ের খাত	বাজেট (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯ সালের প্রকৃত আয় (টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১৩১০০২৮০০- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন				
অবিপণনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য বিক্রয়				
১৪২৩০০৪-সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	৭৫,০০০	৭৫,০০০	৭৩,০০০	
প্রশাসনিক ফি সমূহ				
১৪২২৩২৮-দরপত্র দলিল ফি	৮,০০০	৮,০০০		
আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়				
১৪৪১২০২-পূর্ববর্তী অর্থবছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত			২১,০০০	৩০শে জুন এর অব্যয়িত অর্থ কমিশনের আয় হিসেবে

				গণ্য করা হয়নি।
১৪৪১২৯৯-অন্যান্য আদায়	৪৫,০০০	৪৫,০০০	৭৬০০০	
সর্বমোট:	১,২৮,০০০	১,২৮,০০০	১,৭০,০০০	

৪. কমিশনের ব্যয়:

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮,৪০,২৫,৩৬৮.৮৯ (আট কোটি চল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা ঊননব্বই পয়সা) মাত্র। ০১ জন কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূন্য হওয়ায়, ০১ জন কর্মকর্তার ১৮ মাসের নগদায়নের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব হওয়ায়, একজন কর্মচারির বরাবর নতুন সরকারি বাসা বরাদ্দ হওয়ায় ও বিদেশ ভ্রমণ কম হওয়ায় বেতন-ভাতা খাতে ০১ কোটি ৩১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এছাড়া, পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা খাতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ায়, কমিশনের অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায়, পরিবহন পুল হতে প্রাপ্ত প্রাক্কলণ অনুযায়ী গাড়ী মেরামতের বিল পরিশোধে মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির বিলম্বের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা সম্ভব না হওয়ায় এবং প্রকাশনা, রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় এখাতে মোট ০১ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ অনুদান খাতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে ছাড় হওয়ায় সময় স্বল্পতার কারণে এখাতে ২৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা অব্যয়িত থাকায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ২,৮৪,০৬,৬৩১.১১ (দুই কোটি চুরাশি লক্ষ ছয় হাজার একত্রিশ টাকা এগার পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণি: ০১-এ দেখানো হলো।

সারণি: ০১

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)
১	২	৩	৪
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান	১০,৬৪,৩২,০০০.০০	১১,২৪,৩২,০০০.০০	৮,৪০,২৫,৩৬৮.৮৯

৫. ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ২০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ৩৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনের পুরাতন ওয়েব সাইটটির ডোমেইন নেইম www.bdtariffcom.org পরিবর্তন করে www.btc.gov.bd সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোজন প্রদান করা হয়েছে।

৩। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৫। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৬। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেল সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম, প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

১২। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি সংক্রান্ত সফটওয়্যার যেমন: ই-নথি, এপিএএমএস, ই-জিপি, জিআরএস ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

৬. কমিশনের গ্রন্থাগার:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট ।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট ।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly).

৯। English to Bengali Dictionary, বাংলা বানান অভিধান, বাংলাদেশ কোড (ভলিউম ১-৩৮), বাংলাদেশ গেজেট-২০১৪, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, শুল্ক এস.আর.ও সংকলন-২০১৭, বাংলাদেশ কাষ্টমস ট্যারিফ ২০১৭-২০১৮, চাকরির বিধানাবলী (৫৭ তম সংস্করণ), Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A Case Study ইত্যাদি পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা।

৭. কমিশনের প্রকাশনা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক ত্রৈমাসিক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি

সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের স্থানীয় সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা হতে কমিশনের বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

৮. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়। এই আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে এই আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

৮.১ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	৮৩১৬১০৪ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ৯৩৪০২৪৫ prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৮.২ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য:

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
সহকারী সচিব বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৩৫৯৯৪ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৮.৩ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য:

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৪০২০৯ ফ্যাক্ষ: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairrman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি

১. কমিশনের কার্যাবলি:

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারা মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে:

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ;

(ঙ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশিয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন;

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থার প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়;

(২) উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে থাকে, যথা :

(ক) বাজার অর্থনীতি ;

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি ;

(ঘ) জনমত ।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় যৌক্তিক শুল্ক কাঠামো বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে। সাধারণতঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও প্রাথমিক কাঁচামালের জন্য নিম্নতম শুল্কহার, মাধ্যমিক পণ্য সামগ্রীর জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথচ অভিন্ন শুল্কহার এবং সকল সম্পূর্ণায়িত পণ্যের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পণ্যে আরোপিত শুল্কহারের চেয়ে বেশী শুল্কহার

আরোপের সূত্রাবলী কমিশন অনুসরণ করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে দেশিয় শিল্পের বিকাশ ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সাদৃশ্যমূলক স্বতন্ত্র শুল্কহার প্রয়োগ ও শুল্কমুক্তকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। সুপারিশ প্রণয়নকালে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ, সরকারের গৃহীত নীতিমালা, আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, ভোক্তার স্বার্থ, পণ্যসমূহের চাহিদা ও সরবরাহ, দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে বিদ্যমান শুল্ক/কর কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়। অধিকন্তু, দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদনশীলতা ও প্রাসংগিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে সহায়তার মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

৩. শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য উদারীকরণের যৌক্তিকতা বিবেচনায় রেখে শিল্প-সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ করে থাকে :

(ক) নীতিগতভাবে ধর্ম, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত কারণ ব্যতীত সাধারণভাবে আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় স্পর্শকাতর আমদানি পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা ;

(খ) রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রাথমিক কাঁচামাল ও মাধ্যমিক উপকরণের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস/ মওকুফ করা ; এবং

(গ) দেশে অনুৎপাদিত সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি, বিশেষত রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক রহিতকরণের সুপারিশ করা।

৪. শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:

ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত বা নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুসরণীয় আমদানি নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানি নিষেধাজ্ঞা বিলোপের নীতি কমিশন সমর্থন করে। কমিশন সাধারণভাবে দেশীয় উৎপাদনের অনুকূলে ৩০%-৫০% কার্যকর সহায়তা দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। তবে, কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার ৫০% এর বেশি হলে তা সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদনকে অনিপুণ ও প্রযুক্তিকে উন্নয়নবিমুখ করতে পারে যা ভোক্তা ও ব্যবহারকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে কমিশন মনে করে। এভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে কমিশন শিল্প-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৫. দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন:

তত্ত্বগত দিক দিয়ে একটি রপ্তানি পণ্যের ওপর কর আরোপ করা কেবলমাত্র তখনই যুক্তিসংগত হয় যখন আন্তর্জাতিক বাজার ঐ পণ্যের যোগানের ওপর সংশ্লিষ্ট দেশের সম্পূর্ণ একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যথায় কর আরোপ করা হলে রপ্তানি আয় হ্রাস পাওয়ার আশংকা থাকে। বাংলাদেশের এমন কোনো রপ্তানি পণ্য নেই যার আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের কোনো রপ্তানি পণ্যের ওপর করারোপ করা যুক্তিসংগত নয় বলে কমিশন মনে করে। অন্যদিকে, রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর হ্রাস বা ক্ষেত্র বিশেষে মওকুফ করা উচিত বলে ট্যারিফ কমিশন মনে করে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলশ্রুতিতে রপ্তানি আয়ও বাড়ে। উল্লেখ্য যে, এ নীতি অনুসরণ করা হলে হয়তো স্বল্প মেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যেতে পারে, কিন্তু মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং এর ফলে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ রাজস্ব বাড়বে। বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল বিধায় আশা করা যায় যে, আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে সাধারণভাবে সকল শিল্প খাতে বিশেষতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এ নীতি অনুসরণ করে আমদানিকৃত সকল মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম শুল্কহার ধার্য করার জন্য ট্যারিফ কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬. দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

৬.১ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি:

কোনো দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা চাওয়া যাবে সে ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে কমিশন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

৬.২ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি:

বর্তমানে বাংলাদেশ SAPTA, SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8, TPS-OIC এর সদস্য। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব সম্পর্ক গড়ে তোলা, রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও মানবসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কমিশন যথোপযুক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

৬.৩ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সংস্থার বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অব্যাহত অংশগ্রহণ এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় এ দেশসমূহের একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণের বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে।

৭. ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১ এন্টি-ডাম্পিং (Anti-Dumping):

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Customs Act, 1969 (IV of 1969 এর Section 18B এর Sub-Section (6)- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পিংকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে ।

৭.২ কাউন্টারভেইলিং (Countervailing):

কোনো পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকার বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তা-ই ভর্তূকি হিসেবে গণ্য। অনেক দেশই তাদের নিজস্ব শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের অসাধু প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Subsidies and Countervailing duties- এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) Gi Section 18A- এর Sub-section (7)– এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ

ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

৭.৩ সেইফগার্ড (Safeguard):

কোনো পণ্য আমদানির পরিমাণ যদি অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায় তবে তা দেশিয় অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির হুমকির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষতির/লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার সেইফগার্ড মেজারস গ্রহণ বা সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করে থাকে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E এর Sub-section (5)- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে ।

উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে এবং এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নীতি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

১. ভূমিকা:

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অস্বাভাবিকভাবে পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির কারণে দেশীয় শিল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিরোধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তাহলে এ ধরণের আমদানির ফলে দেশীয় শিল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিরোধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে, তা দেশীয় বাজারে স্থানীয় পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়।

WTO এর সংশ্লিষ্ট চুক্তির সাথে সংগতি রেখে কাস্টমস আইন ১৯৬৯ এর আওতায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং ও সেইফগার্ড আরোপের বিধান রাখা হয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তদন্ত পরিচালনার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক, এ ধরণের শুল্ক আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেব নিয়োজিত করেছে। বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ প্রতিবছর দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের ওপর সেক্টর স্টাডি করে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে।

২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.১. বগুড়া ও ঢাকা জেলায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ২ (দুই)টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। উক্ত সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রথমটি গত ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, বগুড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্মেলন কক্ষে দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথ উদ্যোগে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বগুড়া জেলা প্রশাসন, অন্যান্য সরকারী দপ্তর, বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনারটি গত ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে Anti-dumping duty imposed on Bangladeshi Products: Review of findings and Way forward শীর্ষক শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের রপ্তানিকারক, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই ও ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি, পাটপণ্য রপ্তানিকারকবৃন্দের প্রতিনিধি, পাটপণ্যের উৎপাদক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

৩. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ এর আওতায় মোট তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির প্রথমটি ২৪ অক্টোবর ২০১৮, দ্বিতীয়টি ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ ও তৃতীয়টি ২ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিএফটিআই, এফবিবিসিসিআই, ডিসিসিআই, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কসমেটিকস এন্ড টয়লেট্রিজ ম্যানুফ্যাকচারাস, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড রপ্তানিকারকবৃন্দ, পাট ও পাটজাত পণ্য

রপ্তানিকারকবৃন্দ, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল বিল্ডিং সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, স্টিল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, গ্লাস ও গ্লাসওয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রপ্তানি বাণিজ্য ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

০৪. Procedural and substantive issues in relation to application Anti-dumping measures in Bangladesh শীর্ষক ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে এন্টি-ডাম্পিং কার্যপ্রণালী পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ উল্লিখিত ম্যানুয়েল প্রস্তুত করে। কমিশন কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং সম্পর্কিত সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ সংক্রান্ত চুক্তি ও বিধির বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন দিক, তদন্ত পরিচালনার প্রক্রিয়াগত ও পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ এই ম্যানুয়েলে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ম্যানুয়েলটি অত্র বিভাগের কর্মকর্তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে। এটি কমিশনে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

০৫. ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্যাকিং ক্লথের ওপর সারকামভেনশন (Anti-Circumvention) তদন্ত সম্পন্ন করে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ।

গত ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে ভারতের জুট মিলস এসোসিয়েশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে সেকিং ক্লথ আমদানির ক্ষেত্রে ভারত সরকার স্যাকিং ব্যাগ এর ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত শুরু করলে বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকবৃন্দকে নিয়ে কমিশন সভা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। ডিজিটিআরের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে গেজেট জারি করে যেখানে বাংলাদেশের ১০টি প্রতিষ্ঠানের ডাম্পিং মার্জিন 'ডি-মিনিমিজ' হবার কারণে কোন শুল্ক আরোপ করা হয়নি। কমিশন হতে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কীত পরামর্শ/সভা, প্রশ্নমালা পূরণসহ বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসায়ীবৃন্দকে সহযোগিতা করা হয়। কমিশন হতে কেসটি নিয়মিত মনিটরিংও করা হয়।

০৬. বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত সিনথেটিক সুতার (Yarn /Thread of Synthetic Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত পরিচালনা করে শুল্ক আরোপ।

বাংলাদেশ হতে সিনথেটিক ইয়ার্ণ আমদানির ওপর তুরস্ক সরকার ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত শুরু করলে কমিশনের পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়। কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী ওয়েল গ্রুফ প্রশ্নমালা পূরণ করে তুরস্কের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। ফলশ্রুতিতে তুরস্ক সরকার বাংলাদেশের ওয়েল মার্ট ব্যতীত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানিকৃত সিনথেটিক ইয়ার্ণ/ফাইবার এর ওপর চীনের ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের সমপরিমাণ এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক (প্রতি কেজিতে ০.৮০ মার্কিন ডলার) আরোপ করে। এ বিষয়ে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করে।

০৭. নিউ শিপার রিভিউ (New Shipper Review) সংক্রান্ত।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জনতা জুট মিলস লি:, আমান জুট ফাইবার্স ও আইবি জুট কর্পোরেশন, নাটোর জুট মিলস ও পিএনপি জুট ট্রেডিং এলএলসি, রোমান জুট মিলস ও এসএমপি ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি, আজিজ ফাইবার্স লি: নিউ শিপার রিভিউ এর জন্য আবেদন দাখিল করার প্রেক্ষিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শুনানির বিষয়গুলো কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ এসোসিয়েশনকে পত্র ও টেলিফোন মারফত জানানো হয়।

০৮. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Expert Group on Trade Remedy Measures গঠন বিষয়ে MoU সম্পাদন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে বাংলাদেশের এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ ও ভারতের এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার নিমিত্ত একটি এমওইউ স্বাক্ষরের বিষয়ে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

০৯. বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ)ভুক্ত পাটপণ্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানিকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ।

বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ)ভুক্ত পাটপণ্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানিকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিত মতামত বিষয়ে কমিশন হতে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার নিমিত্ত কমিশনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১০. খসড়া জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৮ এর ওপর মতামত প্রেরণ।

খসড়া জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য কমিশন হতে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

১১. বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত স্টিল পণ্যের ওপর কানাডিয়ান সরকার কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত পরিচালনা।

কানাডা সরকার স্টিল আমদানির ওপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তদন্ত শুরু করে। এ বিষয়ে গত ২৫ ও ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশন হতে পত্র দেয়া হয় এবং বাংলাদেশের রপ্তানি অবস্থা তুলে ধরে ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন থেকে বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ হতে কানাডায় রপ্তানিতব্য স্টিলের ওপর কোন সেইফগার্ড শুল্ক বসার সম্ভাবনা নেই।

১২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম আমদানী মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের ওপর কমিশনের মতামত।

২০১৯-২০ সালের বাজেট প্রস্তাবের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাময়িক ভাবে আরোপিত ন্যূনতম আমদানি মূল্য পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের জন্য কমিশন হতে একটি সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

১৩. স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের জন্য আবেদন।

উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন স্থানীয় ইলেকট্রিক পণ্য প্রস্তুতকারী শিল্প রক্ষার্থে এইচএস কোড ৮৫২৯.৯০.৪১ এর আওতাভুক্ত পণ্য টেলিভিশনের প্যানেল আমদানি পর্যায়ে, স্থানীয় ইলেকট্রিক পণ্য প্রস্তুতকারী শিল্পরক্ষার্থে কতিপয় এইচএস কোড ৮৫৩৬.৫০.০০, ৮৫৩৬.৬১.০০, ৮৫৩৬.৬৯.০০, ৮৫৩৮.৯০.১০ এবং ৮৫৩৮.৯০.৯০ সমূহের আওতাভূক্ত পণ্যসমূহ সুইচ, সকেট, লাম্প হোল্ডার এবং এতদসমূহ যন্ত্রাংশের আমদানি পর্যায়ে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ফ্যান প্রস্তুতকারী শিল্প রক্ষার্থে বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক ফ্যান এবং উক্ত পণ্যসমূহের পার্টস আমদানিতে অসাধুতা ও অপর্যাপ্ত মূল্য ঘোষণা রোধকল্পে এবং আমদানিকৃত গুঁড়োদুধের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের জন্য মোট চারটি আবেদন পাওয়া যায়। তদন্ত পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দকে নির্দিষ্ট ছকে কমিশনে আবেদন করার অনুরোধ জানানো হয়। তবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছক অনুযায়ী আবেদন দাখিল না করায় এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

১৪. বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৯ - ২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

০১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

০২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বিশেষায়িত কর্মশালা গ্রহণ;

০৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৬. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৭. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৮. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের ‘মনিটরিং সেল’বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের ‘দ্রব্যমূল্য মনিটরিং’- এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, (Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে “শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ” বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.১. পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্বন রপ্তানি মূল্যের Upper Limit নির্ধারণ করার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ চারকোল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ২৪টি প্রতিষ্ঠান পাটকাঠি থেকে কার্বন উৎপাদন করে। চারকোল পাউডার থেকে আতশবাজি, কার্বন পেপার, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ারের কালি, মোবাইলের ব্যাটারি, ফেসওয়াশের উপকরণ ও প্রসাধণী পণ্য, পানির ফিল্টার, বিষ ধ্বংসকারী ওষুধ, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, দাঁত পরিষ্কারের ওষুধ ও সারসহ নানা পণ্য তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চারকোল চীন, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানে রপ্তানি হয়ে থাকে।

প্রতি মণ পাটকাঠির স্থানীয় বাজার মূল্য মানভেদে ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। ১ কেজি চারকোল পাউডার উৎপাদন করতে ৫ থেকে ৭ কেজি পাটকাঠির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ চারকোল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক সরবরাহকৃত উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চারকোল পাউডারের উৎপাদন ব্যয় প্রতি কেজি .৬০ মা. ড. এবং প্রতি মে. ট. ৬০০ মা. ড.।

চারকোল পাউডারের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য মানভেদে ভিন্নতা রয়েছে। চারকোল পাউডারের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম	কেজি প্রতি মূল্য (মা. ড.)	প্রতি মে. ট. (মা. ড.)
১.	চারকোল পাউডার	.৩৮ থেকে .৩৯	৩৮০ থেকে ৩৯০
২.	চারকোল পাউডার	.৫০ থেকে .৫৮	৫০০ থেকে ৫৮০
৩.	চারকোল পাউডার	.৫৮ থেকে .৬০	৫৮০ থেকে ৬০০

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: (ক) পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানি মূল্যের Upper Limit কেজি প্রতি সর্বোচ্চ .৫০ (মা. ড.) এবং প্রতি (মে.টন) সর্বোচ্চ ৫০০ (মা.ড.) নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(খ) পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন চারকোল পাউডারের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ও স্থানীয় বাজারমূল্যের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানি মূল্যের Upper Limit পুন: নির্ধারণ করতে পারে।

২.২. এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড শীপ বিল্ডিং ইন্ডাষ্ট্রিজ অব বাংলাদেশ স্থানীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে আমদানিকৃত জাহাজের শুল্কহার পূনঃনির্ধারণ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জাহাজ ও সমজাতীয় পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করণের লক্ষ্যে আবেদিত পত্রটি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত/সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমদানি শুল্কহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ক্রুজ শীপ, এক্সট্রুশান বোট, ডিডব্লিউটি ৫০০০ টনের উর্দ্ধে যা বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত সমুদ্রগামী ভেসেল, ট্যাঙ্কার্স, রেফ্রিজারেটেড ভেসেল, ভেসেল ক্যাপাসিটি ৫০০০ ডিডব্লিউটি এর কম, টাগ এবং পুশার ক্র্যাফট ও ড্রেজার্স ইত্যাদি আমদানিতে কাষ্টমস ডিউটি (সিডি) ০%, ১% ও ১০%-সহ সর্বোচ্চ ৩৮.৪৭% শুল্ক আরোপিত আছে।

এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড শীপ বিল্ডিং ইন্ডাষ্ট্রিজ অব বাংলাদেশভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহ সর্বোচ্চ ৮,০০০ ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন ভেসেল তৈরি করে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করেছে। শীপ বিল্ডিং শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে গড় শুল্ক ১২.৫% অন্যদিকে এ শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে গড় শুল্ক হার প্রায় ৩২.৫%। স্থানীয় উৎপাদনে মূল্যসংযোজনের হার পণ্যের প্রকার ভেদে ৩৮-৪৫%।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আমদানিকৃত পণ্য এইচ.এস.কোড ৮৯০১.১০.৯০, ৮৯০১.২০.৩০, ৮৯০১.২০.৯০, ৮৯০১.৩০.৩০, ৮৯০১.৩০.৯০, ৮৯০১.৯০.২০, ৮৯০৪.০০.০০ ও ৮৯০৫.১০.০০ আমদানিতে আমদানি শুল্কসহ অন্যান্য শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক) যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২.৩. দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ দেশীয় সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্পের সুরক্ষা বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশীয় সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্পের সুরক্ষা ও গুণগতমানসম্পন্ন ইস্পাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে সম্পূর্ণায়িত ইস্পাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কহার পূণর্নিধারণ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করে।

দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরণের ও পুরুত্বের ইস্পাত পণ্যের (সিআর কয়েল, জিপি ও সিআই শিট, কালার কোটেড ঢেউটিন ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোফাইল) চাহিদা রয়েছে। দেশের চাহিদার বিপরীতে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

স্থানীয় এ শিল্পে বিনিয়োগও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় উৎপাদনকারী এ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ০.১২ এম এম থেকে ২ এম.এম পুরুত্বের মধ্যে সকল ধরণের জিপি, সিআই শিট ও কালার কোটেড শিট উৎপাদন করতে সক্ষম। সম্প্রতি এ শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত কালার কোটেড সিটের চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিআর কয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এইচ এস কোড ৭২০৮ শিরোনামভুক্ত পণ্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে হেডিং ৭২০৯ ও ৭২১০ শিরোনামভূক্ত পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। তবে এ সকল হেডিংভুক্ত পণ্য ব্যবহারকারী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনকারী হিসেবে এইচ.এস.কোড ৭২০৮, ৭২০৯ ও ৭২১০ শিরোনামভূক্ত পণ্য স্থানীয় উৎপাদনকারী ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও শুল্ক রেয়াতি সুবিধায় আমদানি করতে পারে। পণ্যসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক (সিডি) ২৫% ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) ৩%সহ মোট আমদানি শুল্কের পরিমাণ ৬০.৩১%। শুধুমাত্র এইচ.এস.কোড ৭২১০.৫০.০০ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক (সিডি) ১০%সহ মোট আমদানি শুল্ক ৩৮.৪৭%।

শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের আমদানিকারকগণ কনসেশন হার ৩% সিডি প্রদান করে সাফটাভূক্ত দেশ থেকে এইচ এস কোড ৭২১০.৭০.৯৯ ব্যতীত অন্যান্য পণ্যসমূহ আমদানি করতে পারে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় ইস্পাত শিল্পের সুরক্ষায় সাফটা চুক্তির আওতায় কনসেশন হারে আমদানিকৃত ইস্পাত পণ্য এইচ.এস.কোড ৭২১০.১১.০০, ৭২১০.২০.০০, ৭২১০.৩০.০০, ৭২১০.৪৯.৯০, ৭২১০.৫০.০০, ৭২১০.৬৯.৯০, ৭২১০.৭০.৩০, ও ৭২১০.৯০.০০ এবং সাফটা তালিকা বহির্ভূত এইচ.এস.কোড ৭২১০.৭০.৯৯ আমদানিতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় বিলেটের এইচ.এস.কোড ৭২০৭.১১.০০ ন্যায় ২০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) আরোপ করা যেতে পারে।

২.৪. গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে।

জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ। জিলেটিন উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে গরু ও মহিষের হাড় এবং হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল গরু ও মহিষের হাড় থেকে উৎপাদিত জিলেটিন।

প্রতিষ্ঠানের জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থানীয় চাহিদা নিম্নের সারণি -১ এ প্রদান করা হল:

Description	**Empty Hard Gelatin capsule PC**	**Gelatin/MT**
Annual Local Demand	9,000 Million	50-60MT
Annual Production Capacity	7,200 Million	1,200 MT
Annual Sales (Local & Export)	6360 Million	372 MT
At present Global Capsules Ltd. meet	60% of Local Demand	100% Local Demand

উৎস :গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ

জিলেটিন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল গরু ও মহিষের হাড় স্থানীয় উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া ১৫টি ধাপে সম্পন্ন করার পর রূপাতলী বরিশালে অবস্থিত নিজস্ব কারখানায় সর্ম্পূণায়িত পণ্য জিলেটিন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.৩৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.৩৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

২.৫. ইপিজেডে উৎপাদিত রপ্তানি পণ্যের অনধিক ১০% প্রচলিত হারে শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণযোগ্য পণ্যের তালিকায় এইচ.এস.কোড সংযোজন বিষয়ে রহিম আফরোজ গ্লোবেট লিঃ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে।

ঈশ্বরদি ইপিজেডে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রহিম আফরোজ গ্লোবেট লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি (এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০) রপ্তানির পাশাপাশি মোট উৎপাদনের ১০% স্থানীয় বাজারে শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে বাজারজাত করার বিষয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-তে আবেদন করে। বেপজা থেকে আবেদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় শুল্ক এলাকায় উৎপাদিত হয় কি-না, শুল্ক এলাকায় উৎপাদিত হলে তা দ্বারা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব কি-না, শুল্ক এলাকায় বাজারজাত করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি-না ও উৎপাদিত পণ্যের মোট আমদানি শুল্ক পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুরোধ জানানো হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও

নং-১৮/২০০৯/শুল্ক তারিখ ৩১-০৮-২০০৯ এর মাধ্যমে এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ১০% স্থানীয় বাজারে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয়। এস.আর.ও নং-৫৪৫-আইন/৮৪/৮৮৯/কাস, তারিখ ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ এর মাধ্যমে বলবৎকৃত The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984 এর বিধি-৬ ও ১০ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ এবং পদ্ধতি অনুসরণ সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় রপ্তানি/ আমদানির বিধান রয়েছে। ঈশ্বরদি ইপিজেডস্থ ব্যাটারি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রহিম আফরোজ গ্লোবেট লিঃ প্রতি মাসে ৬.৫ মিলিয়ন ইউনিট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি প্রস্তুত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ১০০% রপ্তানিমুখী হওয়ায় রপ্তানি আদেশের ওপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদন ক্ষমতার ৫০-৬০% ব্যবহার করতে সক্ষম। এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০ আমদানিতে ১০% সিডিসহ মোট আমদানি শুল্ক ৩৮.৪৭% আরোপিত আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০ মোট আমদানির পরিমাণ ২৪,৮৪০.৮৭ মে.টন যার মধ্যে চীন থেকে আমদানি হয়েছে ২৪,১৭২.১৯ মে. টন।

বাংলাদেশে চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে বর্তমানে নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি (এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০) আমদানি হয় যা ঈশ্বরদি ইপিজেডস্থ রহিম আফরোজ গ্লোবেট লিঃ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া, স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এটি উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করে থাকে। স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি (এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০) আমদানির ওপর যথেষ্ট পরিমাণ শুল্কারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইপিজেড এলাকায় উৎপাদিত এ ধরণের পণ্য ১০% বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো অনুসরণপূর্বক স্থানীয় বাজারে রপ্তানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: ঈশ্বরদি ইপিজেড-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রহিম আফরোজ গ্লোবেট লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য 'নেগেটিভ প্লেট অব ব্যাটারি (এইচ.এস.কোড ৮৫০৭.৯০.৯০)' ইপিজেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য তালিকায় (পোশাক শিল্প বাদে) অন্তর্ভূক্তিকরণ সাপেক্ষে মোট উৎপাদনের ১০% স্থানীয় বাজারে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

২.৬. মেসার্স মেঘনা সিড ক্রাসিন মিলস লিঃ অপ্রচলিত পণ্য লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করে।

স্থানীয়ভাবে লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল এর যে চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে তার চেয়ে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। বিগত বছরে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এ সকল পণ্যের রপ্তানি পর্যালোচনায়

দেখা যায়, সয়া লেচিথিন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ১,৬০০ মেট্রিক টন ও সয়া এসিড অয়েল রপ্তানি হয়েছে ২,৩২৮ মেট্রিক টন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সয়া লেচিথিন রপ্তানি হয়েছে ১,৬৭৮ মেট্রিক টন, সয়া এসিড অয়েল রপ্তানি হয়েছে ১,৬৫৫ মেট্রিক টন। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সয়া লেচিথিন রপ্তানি প্রায় ৫% এবং সয়া এসিড অয়েল -২৯.% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কেমিক্যাল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এ সকল পণ্যের মূল্য সংযোজনের হার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী কারখানার মূল পণ্য হচ্ছে- ভোজ্যতেল এবং এর উপজাত পণ্য সয়া লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল। যেহেতু উপজাত পণ্য থেকে এ ধরণের পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে তাই উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য সংযোজনের হার অধিক। বাংলাদেশে উৎপাদিত কেমিক্যাল পণ্য সয়া লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল-এর উৎপাদন ব্যয়বিবরণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সয়া লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল উৎপাদনে মূল্য সংযোজনের হার ১০০% এর অধিক। স্থানীয় বাজারে এ ধরণের পণ্যের তেমন চাহিদা নেই। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে এ সকল কেমিক্যালের বহুবিধ ব্যবহার থাকায় ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কেমিক্যাল পণ্য সয়া লেচিথিন ও সয়া এসিড অয়েল রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.৭. প্রক্রিয়াজাতকৃত পাট/কেনাফ বা অন্য যে কোন প্রকার বাস্ট ফাইবার (Bast Fiber) রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা-মূলক ভর্তুকি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে।

দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। যার নিবন্ধন নম্বর-L-171111121485-H, নিবন্ধন সনদে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে পাট পণ্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখান হয়েছে ৬,০০০ মে. টন। উৎপাদিত পণ্য ১০০% বিদেশে রপ্তানি করা হবে মর্মে নিবন্ধন সনদে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, তারা মূলতঃ কাঁচা পাট ক্রয় করে কয়েকটি ধাপে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পে ব্যবহার উপযোগী করে টেকনিক্যাল ফাইবারে রূপান্তরিত করে। এজন্য Weighting Machine, Softener, Spreader, Finisher Card and Rotary Cutter Machine ইত্যাদি যন্ত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে উৎপাদিত Cut to Length, Carded Cut to Length দিয়ে Silver Roll আগুন প্রতিরোধক ফাইবার, পশমিকৃত পাট, ব্লিচিং পাট ও ডায়িং পাট তৈরি করা হয় ।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশবান্ধব গ্রিণ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর এফই সার্কুলার নং- ২৪ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ অনুযায়ী বৈচিত্রকৃত পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকি ২০%, পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্য (হেশিয়ান, সেকিং ও সিবিসি) রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকি ৭.৫% এবং পাট সূতা রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকির পরিমাণ ৫% নির্ধারিত রয়েছে। পাট থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাতকৃত টেকনিক্যাল ফাইবার রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ ভর্তুকির বিষয় উল্লেখ না থাকায় এ ধরণের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ২৪%-২৭% মূল্য সংযোজন করেও নগদ সহায়তা পাচ্ছে না। মূল্য সংযোজনের হার, স্থানীয় পাটের যথাযথ ব্যবহার, শ্রমঘন শিল্প ও রপ্তানি সম্ভাবনা বিবেচনায় এ শিল্পে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: প্রক্রিয়াজাতকৃত পাট/কেনাফ বা অন্য যে কোন প্রকার বাস্ট ফাইবার (Bast Fiber) এর রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.৮. বাংলাদেশ রেফ্রিজারেটর ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কম্প্রেসার উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রায় ২০০টি কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। কম্প্রেসার উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্ম ও জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে সম্পূর্ণায়িত কম্প্রেসার আমদানিতে ভ্যাট নিবন্ধিত রেফ্রিজারেটর ম্যানুফ্যাকচারার্স এর জন্য এস.আর.ও নং-১৪৮-আইন/২০১৮/ ১৪/ কাস্টমস এর মাধ্যমে শুল্ক রেয়াতি সুবিধায় ৫% ডিউটি প্রদান সাপেক্ষে আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে স্থানীয় কম্প্রেসার উৎপাদনকারী শিল্পকে কম্প্রেসার উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানিতে সর্বনিম্ন ৫-২৫% পর্যন্ত সিডিসহ অন্যান্য শুল্ক প্রদান করে আমদানি করতে হয়। আমদানিকৃত এ কাঁচামাল নিজস্ব কারখানায় উচ্চপ্রযুক্তিতে প্রক্রিয়াজাত করে ৩০-৩৫% মূল্য সংযোজন করার পর কম্প্রেসার উৎপাদন করে থাকে। কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চ শুল্ক ও সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে তুলনামূলক কম শুল্ক স্থানীয় কম্প্রেসার উৎপাদনের অন্তরায়। এ ধরণের নীতির কারণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম্প্রেসার ব্যবহার করে সম্পূর্ণায়িত পণ্য রেফ্রিজারেটর ও এসি আমদানিকৃত রেফ্রিজারেটর ও এসির সাথে অসম প্রতিযোগিতার সম্মূখীন হচ্ছে। তাই কম্প্রেসার উৎপাদনকে হাইটেক উৎপাদন শিল্প বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার উৎপাদনে আমদানীয় পণ্যসামগ্রীর ওপর আরডি, মূসক ইত্যাদি প্রত্যাহার সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-১৩১-আইন/২০১৭/ ১৭/কাস্টমস, তাং-০১ জুন, ২০১৭ এর ন্যায় এস.আর.ও জারির মাধ্যমে স্থানীয় ভ্যাট নিবন্ধিত কম্প্রেসার ম্যানুফ্যাকচারার্স শিল্পকে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হলে স্থানীয় এ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং কম্প্রেসারের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: কম্প্রেসার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে এস.আর.ও নং-১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টমস, তাং-০১ জুন, ২০১৭ এর ন্যায় এস.আর.ও জারির মাধ্যমে স্থানীয় ভ্যাট

নিবন্ধিত কম্প্রেসার ম্যানুফ্যাকচারার্স শিল্পকে কাঁচামাল আমদানিতে আমদানি শুল্ক মূল্যভিত্তিক ১% এর অতিরিক্ত হয় সেই পরিমাণ, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে তা অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

২.৯. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামাল যথা- পিভিসি স্টেবিলাইজার, স্টিয়ারিক এসিড ও পলিইথাইলিন ওয়াক্স এইচ.এস.কোড ৩৮১২.৩৯.২০, ৩৮২৩.১১.০০ ও ৩৪০৪.৯০.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক (সিডি) ভ্যাট নিবন্ধিত প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্লাস্টিকের পাইপ, ডোর, চেয়ার, টেবিল, নানান গৃহস্থালী পণ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। পিভিসি স্টেবিলাইজার, স্টিয়ারিং এসিড ও পলিইথাইলিন ওয়াক্স এ শিল্পের কাঁচামাল যা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য সামগ্রী আমদানিতে বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক আরোপিত থাকায় এ সকল কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করায় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে এইচ.এস.কোড ৩৮১২.৩৯.২০, ৩৮২৩.১১.০০ ও ৩৪০৪.৯০.৯০ এর মাধ্যমে চীন, জাপান, ভারত, হংকং, মালয়েশিয়া ও কোরিয়াসহ অন্যান্য দেশ থেকে যথাক্রমে ৬৪০, ১৬,৯৯৮ ও ১৮০৭ মে. টন পিভিসি স্টেবিলাইজার স্টিয়ারিক এসিড ও পলিইথাইলিন ওয়াক্স আমদানি হয়েছে।

পলিইথাইলিন ওয়াক্স (এইচ.এস.কোড ৩৪০৪.৯০.৯০) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আমদানি মূল্য ২০.৫৬ কোটি টাকা এবং আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১.৮২ কোটি টাকা, পিভিসি স্টেবিলাইজার (এইচ.এস.কোড ৩৮১২.৩৯.২০) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আমদানি মূল্য ৫.৫৮ কোটি টাকা এবং আমদানি শুল্কের পরিমাণ ০.৪৯ কোটি টাকা ও স্টিয়ারিক এসিড (এইচ.এস.কোড ৩৮২৩.১১.০০) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আমদানি মূল্য ৯৯.৫১ কোটি টাকা এবং আমদানি শুল্কের পরিমাণ ৯.৯৫ কোটি টাকা।

৩. মনিটরিং সেল

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ‘মনিটরিং সেল ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রেরণ করে

১। লবণ উৎপাদনের প্রক্রিয়াগত অবচয় এবং ভোজ্য লবণসহ বিভিন্ন ধরণের লবণের চাহিদা নির্ধারণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করে।

বাংলাদেশে তিন পদ্ধতিতে লবণ পরিশোধন করা হয়। যথা: ভ্যাকুয়াম ইভাপুরেশন, ম্যাকানিক্যাল পদ্ধতি ও সনাতন পদ্ধতি। পদ্ধতির ভিন্নতা ও বাংলাদেশে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের গুণগতমানের ওপর পরিশোধনকালে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতির হার নির্ভর করে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণ থেকে পরিশোধিত লবণ উৎপাদনে গড় প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি প্রায় ২২-২৫%। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে গঠিত অত্যাবশ্যকীয়

পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল-এ লবণের উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণকালে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি উৎপাদনের ভিন্নতা অনুসারে ১২-৩০% পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়।

২। বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স এন্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, অপরিশোধিত সয়াবিন, পাম ও পাম ওলিন এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট ''কেবলমাত্র আমদানি পর্যায়ে'' একবার প্রদেয় মোট ১৫% মূল্য সংযোজন কর সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে।

বর্তমানে ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এস.আর. ও নং-২২৭-আইন/২০১৭/৭৭৭-মূসক অনুযায়ী অপরিশোধিত সয়াবিন, পাম ও পাম ওলিন এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের প্রদেয় ভ্যাটের পরিবর্তে একস্তরে শুধু আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করে থাকে। বিদ্যমান এস.আর.ও অনুযায়ী এ সুবিধার মেয়াদ আগামী ৩০/৬/২০১৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের এস.আর.ও নং-২২৭-আইন/ ২০১৭/৭৭৭-মূসক এ প্রদত্ত সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩। বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন মৌসুম জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে পেঁয়াজের আমদানি মূল্যের প্রভাবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য হ্রাসের ফলে স্থানীয় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ পূর্বক স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে নীতি সহায়তা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

- উৎপাদন বা আমদানিকৃত পেঁয়াজে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি গড়ে ২০% ধরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ২৪ লক্ষ মে.টন;
- বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংগ্রহ মৌসুম বলতে প্রতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতি কেজি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ প্রায় ১৭.৩৮ টাকা;
- এইচ.এস.কোড ০৭০৩.১০.১৯ এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে পেঁয়াজ আমদানি হয়, যার ওপর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টমস এ্যাক্টের প্রথম তফসিল অনুযায়ী কোন শুল্ক আরোপিত নেই। তাই সরকারের পক্ষে শুল্ক আইন অনুযায়ী এই শুল্ক বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়;
- কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২) অনুযায়ী পেঁয়াজ আমদানিতে অনধিক ২৫% নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা যায়।

প্রতিবেদনে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

- স্থানীয় পেঁয়াজ চাষীদের সুরক্ষার জন্য পেঁয়াজ আমদানিতে ১৫ অথবা ২০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে;

- পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরণের শুল্ক প্রতি বছর দেশীয় পেঁয়াজ সংগ্রহ মৌসুম জানুয়ারি হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বহাল রাখা যেতে পারে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী চাষীর স্বার্থ বিবেচনায় দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে পেঁয়াজ আমদানির জন্য ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড ০৭০৩.১০.১৯ ও ০৭০৩.১০.১১ আমদানিতে ২০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কারোপ করা হলে স্থানীয় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী চাষী সুরক্ষিত হবে।

৪। বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ১৭০১-ভূক্ত সকল এইচ.এস.কোড (চিনি ও আখের গুড়) উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন করে।

চিনি সরকার ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। চিনি আমদানি পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট আরোপিত আছে। অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরকার উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করেছে। এ ছাড়া, সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট বিভিন্ন পরিবেশক/সরবরাহকারী/খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সংগ্রহ করা কষ্টকর এবং সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট থাকলে অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যটির সরবরাহে ভ্যাট নিশ্চিতকরণের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে চিনি সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪. সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

১। PROSPECT OF LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) INDUSTRIES IN BANGLADESH

তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি Liquefied Natural Gas) হলো প্রধানত মিথেন এবং ইথেন গ্যাসের মিশ্রণ। এলএনজি সাধানত হিটিং সরঞ্জাম, যানবাহন এবং রান্নার কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেশে গ্যাসের বিপুল চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল। তাই বাংলাদেশ সরকার গ্যাসের চাহিদা পূরণ

এবং ২০২১ সালের মধ্যে সকলকে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি, আমদানিতে শুল্ক কাঠামো, সরবরাহ, এলএনজি উৎপাদনকারী কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃত উৎপাদন, আমদানি ও এলএনজি সরবরাহে সমস্যাসমূহ বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করে। এলএনজি উৎপাদনকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনটিতে নিরাপত্তা নীতির অপর্যাপ্ততা, পরিচালনার জন্য সঠিক লাইডলাইনের অভাব, সঠিক শুল্কায়নকরণের অভাব, পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, বিদ্যমান ভর্তুকি হ্রাস করে আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে দেশিয় মূল্যের সামঞ্জস্যকরণ এবং জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে ভোক্তাদের ওপর অন্যায্য বা অনভিপ্রেত চাপের সৃষ্টিকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব সমস্যা উত্তরণে সঠিক লাইডলাইন প্রণয়ন করা, পর্যাপ্ত অবকাঠামো স্থাপন, সঠিক অনুপাতে বন্টন নিশ্চিতকরণ এবং ভোক্তাদের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সঠিক মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়।

৫. বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) কমপক্ষে ১৮টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ৩টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৪টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

বাংলাদেশে লবণের উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থা এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

১. ভূমিকা:

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পৃক্ত বিষয় ছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ৪০টির অধিক দেশের দ্বি-পাক্ষিক এবং ৫টি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি আছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ যথা:

(১) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (আরটিএ);

(২) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সংক্রান্ত বিষয়াদি ;

(৩) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং;

(৪) অন্যান্য কার্যাদি

উপরিউক্ত কার্যাদির শতকরা হার লেখচিত্র-১ এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো:

লেখচিত্র-১: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের শতকরা হার

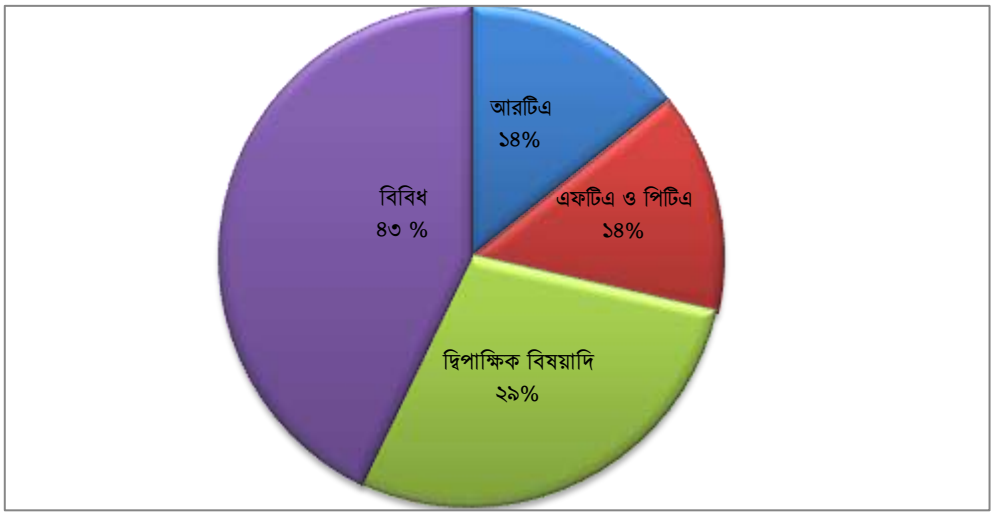

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

২.১ Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8, PTA) বাংলাদেশ অনুসমর্থনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের Concession List of Products চূড়ান্তকরণ।

Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8, PTA) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মতে বাংলাদেশের Concession List of Products চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করত: ষ্টেকহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ৩৫৩টি পণ্যের (ডি ৮ চুক্তি অনুযায়ী ১০% এর চেয়ে বেশি শুল্ক বিশিষ্ট মোট ন্যাশনাল ট্যারিফ লাইন এর ৮% পণ্য) একটি কনসেশন তালিকা প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা ও রাজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের SAFTA sensitive লিস্টভুক্ত পণ্য এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে Supplementary duty ও Regulatory duty এর আওতাভুক্ত পণ্যসমূহ প্রথমেই বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পণ্যসমূহ হতে যেসব পণ্যের আমদানি শুল্ক ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৫% থাকলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০% এ নেমে এসেছে শুধুমাত্র সেসব পণ্যের মধ্যে যেসব পণ্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০ হাজার মার্কিন ডলার বা তার চেয়ে কম পরিমানে বিশ্ব বাজার হতে বাংলাদেশের আমদানি করা হয়েছে শুধুমাত্র সেসব পণ্যের মধ্য থেকেই উক্ত ৩৫৩টি পণ্য বাছাই করা হয়েছে। এ পণ্য সমূহ অফার করা হলে চুক্তি অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বেইজ রেট ১৫% হতে আটটি ধাপে ক্রমান্বয়ে কমে ১০% এ নেমে আসবে।

২.২ বিমসটেক (BIMSTEC) এর আওতায় বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস ২০১২ ভার্সন হতে এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রুপান্তরকরণ।

গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিমসটেক ট্রেড নেগোশিয়েশন কমিটি-এর ২০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস-২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির ৩টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ট্যারিফ সিডিউল এইচএস-২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্য

মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস-২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করেছে:

ক) এইচ এস কোড ২০১২ হতে ২০১৭ তে রুপান্তরের ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং হওয়া পণ্য কমিটমেন্ট লেভেলে রাখার ব্যাপারে প্রথমে নেগেটিভ লিস্টকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে পণ্য নেগেটিভ লিস্টে আছে সে পণ্য অন্য এক বা একাধিক লিস্টে থাকলেও এইচএস-২০১২ এ তা নেগেটিভ লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

খ) ট্যারিফ সিডিউল এইচএস-২০১২ হতে এইচএস-২০১৭ তে রূপান্তরের সময় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে যদিও সর্বোচ্চ বেইজ রেটটি গ্রহণ করা হয়েছে তথাপি এ বিষয়ে পরবর্তী টিএনসি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে;

গ) বর্তমান সিডিউলটিতে ২০০৭-এর বেইজ রেট বিবেচনা করা হয়েছে যা পুরাতন হওয়ায় শুল্কহার হ্রাস/ পরিহারের বিষয়টি অর্থবহ করার লক্ষ্যে এ বিষয়টি পরবর্তী টিএনসি সভায় উত্থাপন করা যেতে পারে;

ঘ) শুল্কহার হ্রাস/পরিহারের শুরুর বছর বিষয়ে নতুন কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কোন সময়কে বিবেচনা করা হবে তা পরবর্তী টিএনসি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে;

ঙ) এইচএস-২০১৭ তে রূপান্তরের কারণে সাব হেডিং সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯তম টিএনসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন লিস্টে এইচএসকোডের শতকরা হার ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি বিধায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে পরবর্তী টিএনসি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে;

চ) ২০১১ সালে বিমসটেক-এর ১৯ তম টিএনসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের ট্যারিফ কমিটমেন্ট প্রস্তুত করা হয়। বিগত সাত (০৭) বছরে বেশ কিছু পণ্যের এমএফএন শুল্কহার বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, দেশের শিল্প সক্ষমতাও বেড়ে গেছে এবং দেশীয় শিল্পে সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন পণ্য। বর্ণিত পরিস্থিতিতে ২০১১ সালে চূড়ান্ত ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী শুল্ক সুবিধা বিনিময় করলে শিল্পখাত ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি থেকে যাবে। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী টিএনসিতে ট্যারিফ সিডিউল রিভিশনের বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে।

২.৩. চতুর্থ বিমসটেক (BIMSTEC) সামিট সম্পর্কিত ব্রিফ প্রণয়ন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিগত ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৮ নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিমসটেক সামিট সম্পর্কিত ব্রিফ গত ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত পত্রের চাহিদা মোতাবেক ১ম, ২য় এবং ৩য় বিমসটেক সামিট সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা পর্যালোচনাপূর্বক বর্ণিত ব্রিফ প্রস্তুত করা হয়।

২.৪. BIMSTEC এর আওতায় Product Specific Rules (PSR) of Origin সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী BIMSTEC এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) বিষয়ে কমিশনের মতামত বিগত ১৬ সেপ্টম্বর ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন হতে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৫. BIMSTEC এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর সংক্রান্ত।

বিগত ১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকায় বিমসটেক ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটির (টিএনসি) ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯তম টিএনসি সভায় সম্মত হওয়া ১৪৭টি পণ্যের পিএসআর তালিকা এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করবে। ২১তম বিমসটেক ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটির (টিএনসি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিমসটেক এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরকরণসহ এ বিষয়ে একটি খসড়া টেকনিক্যাল নোট প্রস্তুত করে বিগত ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৩. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩.১ বাংলাদেশের সাথে MERCOSUR এর FTA (Free Trade Agreement) করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন।

মারকোজার (MERCOSUR) লাতিন আমেরিকা অঞ্চলভুক্ত চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাস্টমস ইউনিয়ন। সদস্য রাষ্ট্রগুলো হল- ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে। ব্রাজিলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হতে প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাই করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে অনুরোধ করে। পরবর্তীতে,

অংশীজনদের মতামতের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ওপর আরেকটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে অনুরোধ করা হয়। যার প্রেক্ষিতে কমিশন উক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা, রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক কল্যাণসহ অন্যান্য বিষয়াদি যাচাই এবং বিশ্লেষণ করে দুটি প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনসমূহে বিভিন্ন সিমুলেশন (Simulation) পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) ও Computable General Equilibrium Model (CGE) ব্যবহার করা হয়েছিল।

৩.২ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরের কৌশল গ্রহণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো, জনশক্তি আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি এবং অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৩.৩ বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বিগত ৯-১০ আগষ্ট ২০১৭ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যেকার চতুর্থ জেটিসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড এর বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো, জনশক্তি আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশ-নেপাল দ্বি-পাক্ষিক পিটিএ এর খসড়া প্রস্তুতকরণ ও বাংলাদেশের অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট পর্যালোচনা করা।

গত ২৩-২৪ জানুয়ারি, ২০১৭ সময়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের বাণিজ্য বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ নেপাল দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর একটি খসড়া প্রস্তুত করতঃ ইতোপূর্বে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশের অফার লিস্ট (বাংলাদেশের বাজারে নেপালের পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা সুবিধা) ও রিকোয়েস্ট লিস্ট (নেপালের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা তালিকা) পর্যালোচনা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে প্রস্তাবিত পিটিএ এর খসড়া ও এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ১১৩টি পণ্যের সংশোধিত রিকোয়েষ্ট লিষ্ট প্রণয়ন করা হয়। ইতোপূর্বে প্রণীত ১০৮ টি পণ্যের অফার লিষ্ট ইতোমধ্যে নেপাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপাতত এ লিষ্টটি সংশোধন করার প্রয়োজন নেই মর্মে কমিশন হতে মতমত প্রদান করা হয়।

৩.৫ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পণ্যের পাশাপাশি সেবা ও বিনিয়োগ খাত অন্তর্ভুক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে একটি কম্প্রিহেনসিভ প্রকৃতির এফটিএর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক দু'দেশের অর্থনীতির চালচিত্র, বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, দ্বিপাক্ষিক পণ্য ও সেবাখাতে বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে কমিশন এফটিএ এর পক্ষে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

৪. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৪.১.

বাংলাদেশের সাথে বেলারুশ, লাটভিয়া ও লিথুনিয়ার Foreign Office Consultation (FOC) এর জন্য ইনপুট প্রেরণ।

আগস্ট ২০১৮ মাসে বেলারুস, লাটভিয়া ও লিথুনিয়া-এর সাথে বাংলাদেশের Foreign Office Consultation (FOC) সভা বেলারুশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার জন্য তিনটি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদির তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসহ একটি ইনপুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২. বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকের জন্য ইনপুট প্রণয়ন।

বিগত জানুয়ারী ২০১৯-এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠক বিষয়ে জানা যায়। উক্ত বৈঠকের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারনে ইনপুটসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোকপাতপূর্বক ইনপুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩. প্রস্তাবিত ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ PTA এর ১ম TNC সভায় অংশগ্রহনের লক্ষ্যে Request List এবং Sensitive List/Negative List প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি।

বিগত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া Preferential Trade Agreement (IB-PTA)-এর Trade Negotiating Committee (TNC) -এর প্রথম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় IB-PTA TNC -এর Terms of Reference (ToR) স্বাক্ষরের পাশাপাশি নেগোসিয়েশনের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য স্পর্শকাতর (sensitive) বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে পণ্যের Request List সহ এ বিষয়ে কৌশল/অবস্থানপত্র প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ, ইইউসহ উন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের কি কি প্রভাব পড়তে পারে তার ওপর মতামত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ, ইইউ-সহ উন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে কি কি প্রভাব পড়তে পারে তার ওপর মতামত প্রস্তুত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দু'টি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তির দেশ। একে অপরের পণ্যের ওপর শুল্ক কার্যকর করে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে। এই বাণিজ্যে যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকেবে পর্যায়ক্রমে ইইউসহ অন্যান্য দেশেও বিস্তার ঘটতে পারে। দুই অর্থনৈতিক শক্তির এই বাণিজ্যে যুদ্ধে বাংলাদেশে তার কি প্রভাব পড়তে পারে এ বিষয়ে কমিশন বিচার-বিশ্লেষণ করে। কমিশন এ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয় তা হলো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, চীনের বাজারে উল্লেখযোগ্য মার্কিন পণ্যের রপ্তানি, মার্কিন বাজারে উল্লেখযোগ্য চীনা পণ্য রপ্তানি,

বাণিজ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার সম্ভাব্য প্রভাব। প্রতিবেদনের সুপারিশে কমিশন ব্যক্ত করে যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে উত্তরণের পথে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলির সমর্থন আদায় করাসহ দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

৪.৫. চীনের বাজারে কাগজ ও কাগজজাত পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশনের আবেদনের ওপর মতামত ।

বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন (BPMA) চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় কাগজ ও কাগজ জাতীয় ৮টি পণ্য (৮ ডিজিট এইচএস কোড) অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। বর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে। এর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর Generalized System of Preferences এর আলোকে চীন সরকার The Special and Preferential Tariff Scheme of China for LDCs এর অধীনে বাংলাদেশসহ ৪০টি এলডিসিভুক্ত দেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান অন্যতম। তাছাড়া, বাংলাদেশ ও চীন উভয়ই Asia Pacific Trade Agreement (APTA)ভুক্ত দেশ। এ চুক্তির আওতায় চীনের দু'টি ট্যারিফ কনসেশন তালিকা রয়েছে যার প্রথমটি সাধারণ তালিকা এবং অপরটি APTAভুক্ত এলডিসি দেশগুলির জন্য। সাধারণ তালিকায় ২,১৯১টি পণ্যের (৮ ডিজিট) Margin of Preference (MoP) সকল সদস্যভুক্ত দেশগুলির জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া, ১৮১টি পণ্যের (৮ডিজিট) এলডিসি দেশগুলির একটি বিশেষ তালিকা আছে সেখানে পণ্য ভেদে MoP ২০% হতে ১০০% পর্যন্ত শুল্ক সুবিধা রয়েছে। APTA এর আওতায় চীনের ট্যারিফ কনসেশন তালিকা দুটির কোনটিতেই কাগজ ও কাগজ জাতীয় ৮টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কমিশন নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে:

(ক) আবেদনকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে দুটি পণ্য (এইচএসকোড ৪৮০২.৫৬.০০ এবং ৪৮০৫.১৯.০০) চীনের DFQF তালিকা ৯৭% এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় রয়েছে। বাংলাদেশ Letter of Exchange স্বাক্ষর করলে এ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে;

(খ) ৩টি পণ্য (এইচএসকোড ৪৮০৬.২০.০০, ৪৮০৯.২০.০০ এবং ৪৮১০.২২.০০) চীনের শুল্কমুক্ত বর্হিভূত ৩% তালিকায় অন্তভুর্ক্ত থাকায় এসব পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার সুযোগ নেই;

(গ) বাকী ৩টি পণ্য (এইচএসকোড ৪৮০২.৬১.০০, ৪৮০৩.০০.০০ এবং ৪৮১৮.৪০.০০) চীনের শুল্কমুক্ত তালিকার এইচএসকোডের সাথে সামঞ্জস্য না থাকায় এ বিষয়ে মন্তব্য করার সুযোগ নেই; এবং

(ঘ) APTA এর অধীনে চীনের বিশেষ ও সাধারণ তালিকায় কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যসমূহ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আঞ্চলিক ফোরামে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.৬. চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

চীন হতে বাংলাদেশের ১৭ টি রপ্তানি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তি ও চীন কর্তৃক ঘোষিত স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য DFQF Scheme এর আওতায় শুল্ক সুবিধা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে, নাকি APTA (এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট) এর আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাজনক সে বিষয়ে গত ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইপিবি ও এফবিসিসিআই এর সাথে সভা করে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। আপটা এর আওতায় যেমন সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য জেনারেল কনসেশন রয়েছে, তেমনি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য স্পেশাল কনসেশনও রয়েছে। এছাড়া চীন ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় ক্রমবর্ধমান হারে পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি ধাপে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। প্রথম ধাপ (৬১% পণ্য) হতে দ্বিতীয় ধাপে (৯৫% পণ্য) উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে চীনের শর্ত ছিল ডব্লিওটিও স্কীমের এর আওতায় বর্ধিত শুল্কমূক্ত শুবিধা (DFQF) নিতে হলে আপটা চুক্তির এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের এর জন্য প্রযোজ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা ত্যাগ করে একটি লেটার অব এক্সচেঞ্জ স্বাক্ষর করতে হবে। ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় রপ্তানি করতে হলে ৪০% ভ্যালু এডিশন করতে হয় অথবা Change of Tariff Heading (CTH) করতে হয় যেখানে আপটা এর আওতায় রপ্তানিতে ভ্যালু এডিশন করতে হয় ৩৫%। তাই ডব্লিওটিও স্কীমের এ পণ্যের কভারেজ বেশি থাকলেও এ স্কীমের রুলস অব অরিজিন, আপটা চুক্তির রুলস অব অরিজিন এর চেয়ে কঠিন বলে মনে হওয়ায় কোন স্কীম বেশি গ্রহণযোগ্য এ নিয়ে সংশয় ছিল। ওপরন্তু বাংলাদেশ চীনের নিকট ১৭ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে আসছিল। কমিশন সার্বিক বিষয় পর্যালোচণা করে ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় শুল্ক সুবিধা নেয়ার পক্ষে মত প্রদান করে। ১৭টি পণ্যের অধিকাংশ ডব্লিওটিও স্কীমের (৯৭% পণ্য) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১৭ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত চাওয়ার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।

৪.৭. রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজন হতে মতামত সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর মতামত প্রণয়ন করা হয়। পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সরাসরি ঋণপত্র খোলা সম্ভব হয় না- এ প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এরূপ প্রতীয়মান হওয়ায় কমিশন তাঁর মতামতে বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার পক্ষে মতামত দেয়।

৪.৮. গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়ন।

গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ সময়ে নেপালের কাঠমন্ডুতে বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নিকট একটি ব্রীফ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ-নেপাল দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক নেগোসিয়েশনের অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.৯. সিরামিক টেবিলওয়ার আমদানির ওপর তুরস্ক কর্তৃক নতুনভাবে আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন এর আবেদন প্রসঙ্গে।

২০১৬ সনে তুরস্ক কর্তৃক সিরামিক টেবিলওয়ার পণ্য আমদানিতে ১৯% অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপিত হওয়ায় তুরস্কে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদানসহ বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)তে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে পত্র মারফত অনুরোধ জানায়। এ আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তুরস্ক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও নিয়মিত আমদানি শুল্ক মিলিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বাউন্ড রেট এর চেয়ে বেশি হয়নি। এমতাবস্থায়, তুরস্কের সাথে প্রস্তাবিত এফটিএ সম্পাদন করা সম্ভব হলে এর আওতায় সিরামিক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ফরেইন অফিস কনসাল্টেশন (FOC) সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে এ মর্মে মত পোষণ করা হয়।

৪.১০. Progress of Third Joint Commission Meeting and Inputs for the 4th Joint Commission Meeting between Bangladesh and the UAE এর জন্য আলোচ্য বিষয়সমুহ প্রস্তুতকরণ।

গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে যৌথ কমিশনের চতুর্থ সভার প্রাক্কালে সভায় আলোচ্য বিষয় প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে

বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে।

৫. অন্যান্য কার্যাদি

৫.১ Sustainable Development Goal (SDG)-এর বিভিন্ন Indicator সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন Sustainable Development Goal (SDG) এর Goal 17.10.1 ও 17.12.1 এর সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রনয়ণ করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য কমিশনের প্রেরিত তথ্য নিম্নরূপ:

Targets	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (up to Dec 2018)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda	17.10.1 World wide weighted tariff-average	BTC MoC WTO Cell	4.85% (2015)	5.5%	Weighted Tariff-Average of Bangladesh: 5.08% (Source: BTC Calculation based on NBR and Bangladesh Bank Data)	a. ITC, WTO and UNCTAD will jointly report on this indicator. b. Baseline figure is the Weighted Average Tariff of Bangladesh in FY17-18
17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization	17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least developed countries and small island	BTC	a. MFN 8.25% b. Preferential 3.88% (2014)	a. 8.25% b. 3.88%	1.Average Tariffs Faced by Bangladesh in all Countries *(Source: WITS)—* a. MFN: 10.5% b. Preferential: 1.26% 2.Average Tariffs Faced by LDCs in	

Targets	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (up to Dec 2018)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access	developing States				all Countries *(Source: WITS)—* a. MFN: 9.56% b. Preferential: 0.95% 3.Average Tariffs Faced by WTO Developing Countries in all Countries *(Source: WITS)—* MFN: 8.17% Preferential: 1.81% 4.Average Tariffs Faced by small island developing States— -- NA	

৫.২. বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎস বিধি (Rules of Origin) চিহ্নিতকরণ।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সূচকসমূহের নির্ধারিত মান অর্জন করে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তাঁর অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছে। এ প্রেক্ষিতে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য উৎস বিধি (রুলস অফ অরিজিন) ও অন্যান্য উন্নয়শীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎস বিধি চিহ্নিত করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন সে মোতাবেক বিভিন্ন চুক্তি, শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য উৎস বিধি ও অন্যান্য উন্নয়শীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উৎস বিধি চিহ্নিত করে যা, বিভিন্ন নেগোশিয়েশনে সাহায্য করবে ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য উৎস বিধি চিহ্নিত করার কাজ সহজ করবে।

৫.৩. অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের সংশোধন/ পরিমার্জনের বিষয়ে মতামত।

বাংলাদেশকে উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে সংশোধন/পরিবর্তনের প্রয়োজনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মতামতের জন্য কমিশনে অনুরোধ জানায়। কমিশন বর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নের বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে:

(ক) Comprehensive Trade Policy প্রণয়ন;

(খ) বিশ্ব বাণিজ্য সমন্বয়ের সুবিধার্থে বাণিজ্য সহজীকরণ (Trade Facilitation) এর বিষয়টি Allocation of Business এ অন্তর্ভুক্তকরণ;

(গ) শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডেটাবেজ প্রস্তুত করা;

(ঘ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেবা খাতের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬, বিদ্যমান রাজস্ব নীতি, মুদ্রানীতি ও রপ্তানিআমদানি নীতি-, ভূমি বিষয়ক জটিলতা এবং অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সংস্কার;

(চ) বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। উন্নয়ণশীল দেশে রুপান্তরের ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বর্তমানে প্রাপ্য অনেক সুবিধাদি বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ব্যতিক্রমি সুবিধাদি হারাবে। তাই বাংলাদেশের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত উদ্যেগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.৪. “High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to promote inclusive economic and social development in the region and its contribution to global economic governance” বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

গত ১১-১৬ মে ২০১৮ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এসক্যাপের ৭৪ তম অধিবেশনের Multilateral Segment এর জন্য প্রণীত সেশন ফরম্যাটের আলোকে ডকুমেন্ট তৈরি করার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। উক্ত সেশন ফরম্যাটে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত দু’ টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে কমিশন তথ্য ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। যথা:-

ক) How to restore the relevance of the multilateral trading system, vital for the trade and investment interest of countries with special needs and their attainment of many SDGs as well as their LDC graduation aspirations? এবং

খ) What role can regional trade, investment and financial arrangements play to address the institutional and governance gaps of the multilateral system? How can they contribute to implementing Agenda 2030?

৫.৫. মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO) কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে কমিশনের মতামত বিগত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাদ্রিদ প্রোটোকল হলো বিশ্ব মেধা-স্বত্ব সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO) কর্তৃক পরিচালিত একটি চুক্তি যার মাধ্যমে বিশ্বের একাধিক দেশে একটি এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ট্রেডমার্কের জন্য অ্যাপ্লাই করার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্ণিত মতামত প্রণয়নে কমিশন কর্তৃক মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সুফল, কুফল এবং ডব্লিউআইপিও কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার ক্ষেত্র সমূহ, বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.৬. "Rapid e-Trade Readiness of Bangladesh"শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রেরণ।

বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে UNCTAD কর্তৃক "Rapid e-Trade Readiness of Bangladesh" শিরোনামে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে স্থানীয় কনসালট্যান্ট সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে কমিশন হতে খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখে মতামত প্রেরণ করা হয়। উক্ত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিবেদনটিতে কেবল মাত্র এক ধরণের ই-কমার্স (order through internet and physical delivery) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া বর্ণিত প্রতিবেদনে ই- কমার্সের অবকাঠামো অবস্থা, ভোক্তা অধিকার, পেমেন্ট সিস্টেম, রিফান্ড পলিসি, সাইবার সিকিউরিটি, ডাটা প্রাইভেসি, ডাটা প্রটেকশন, মেধাস্বত্ব ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য কমিশন হতে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

৫.৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় কমিশন সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশনের হালনাগাদ তালিকা প্রেরণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় কমিশন সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশনের হালনাগাদ তালিকা গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং বিষয়ে সর্ব শেষ হাল নাগাদ অবস্থা ও তথ্য প্রেরণ করা হয়।

৫.৮. Host Country Agreement with the Permanent Court of Arbitration সংক্রান্ত মতামত।

Permanent Court of Arbitration (PCA) হতে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে Host Country Agreement (HCA) স্বাক্ষরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে "1899 Convention for the Pacific Settlement of International Dispute", "1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes" এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রবন্ধ, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার আলোকে কমিশনের এতদসংক্রান্ত মতামত গত ০২ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৫.৯. বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১৯ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

বিগত ৩ ও ৫ এপ্রিল, ২০১৯ বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডব্লিউটিও থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হয়েছে যা মে, ২০১৮ এর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। হয়। এ তথ্য প্রাপ্তির পর ডব্লিউটিও থেকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং বিগত জুন,২০১৮ সময়ে ডব্লিউটিও'র প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে প্রতিবেদনের যথার্থতা যাচাই করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে (২০১১ হতে ২০১৭ পর্যন্ত) নির্ধারিত ছকে তথ্য-উপাত্ত (হার্ডকপি ও সফটকপি এক্সেল ফরম্যাটে) ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রণ করা হয়।

৫.১০. আমদানিকৃত পণ্যে মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights) প্রয়োগ বিধিমালা, ২০১৮

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমদানিকৃত পণ্যে মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights) প্রয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে কমিশনের মতামত বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

৫.১১. National Intellectual Property Rights and Innovation Policy বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে National Intellectual Property Rights and Innovation Policy বিষয়ে কমিশনের মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২৮ আগস্ট ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বর্ণিত নীতিমালাটির খসড়া প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫.১২. ডিটিআইএস অ্যাকশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান।

বিগত ১০ জানয়ারি ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Diagnostic Trade Integration Study (DTIS)-এর অ্যাকশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রদান বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী কমিশনের হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত পত্র বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৫.১৩. ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পণ্য তালিকার খসড়া চূড়ান্তকরণ।

Eurasian Economic Union (EAEU)-ভুক্ত দেশসমূহে (রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং আর্মেনিয়া) বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্য তালিকার প্রস্তাব চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে বিগত ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে শুল্কমুক্ত প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পণ্য তালিকা চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে বর্ণিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন কর্তৃক একটি চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে বিগত ০৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৫.১৪. Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কমিশন স্ব-উদ্যোগে "Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করে। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প একটি বিরাট সম্ভাবনাময় খাত। এ শিল্পের সাথে সরাসরি প্রায় ২০ লাখ শ্রমিকের জীবন জীবিকা জড়িত। রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধক জায়গায় স্থানান্তরের জন্য ঢাকার সাভারে ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর জমিতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বর্তমান অবস্থা ও তার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা, এ খাতে সরকারের বিদ্যমান নীতি ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সমস্যাসমূহ কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব তা সমীক্ষা প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিকাশে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এ শিল্প উন্নয়নের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বিষয়টি প্রতিবেদনের একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ খাতে সরকারের সময়ানুক্রমিক নীতি সহায়তার বিষয়টিও দেখা হয়েছে। প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি সংক্রান্ত। বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির বিষয়গুলি বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পণ্য ও দেশভিত্তিক রপ্তানির তুলনামূলক চিত্র পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এ খাতের বিদ্যমান অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে যে প্রভাবগুলো পড়তে পারে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। প্রতিবেদনের শেষ অধ্যয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিশেষ করে পাদুকা শিল্পের সমস্যাগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। পরিশেষে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে এ খাতে যে সব সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে তা চিহ্নিত করে বর্ণিত সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়গুলি প্রতিবেদনের সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১৫. Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: Challenges and Pathways শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন স্ব-উদ্যোগে কিছু সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে, তন্মধ্যে "Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: Challenges and Pathways" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনটিও রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে উচ্চমাত্রার কেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। মোট রপ্তানির মধ্যে ৮৩% তৈরি পোষাক (বিটিসির গণনা অনুযায়ী) এবং বাজার হিসেবে ইইউ প্রায় ৬০% (বিটিসির গণনা অনুযায়ী) অংশ ধারণ করে। তাই পণ্য ও বাজার উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চমাত্রার কেন্দ্রিকতা বিদ্যমান যা বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে চরম একটি দুর্বলতা। এ কারণে, পণ্য এবং রপ্তানির গন্তব্য অনুযায়ী উচ্চমাত্রার কেন্দ্রিকতার বর্তমান পরিস্থিতি অনুসন্ধান করা ও সেই অনুসারে সুপারিশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য ছিলো-বহুমূখীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য ও বাজার চিহ্নিতকরণ, পণ্য রপ্তানি বহুমূখীকরণের কৌশল নির্ধারণ, এ সংক্রান্ত বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে সুপারিশ প্রণয়ন, ইত্যাদি। সমীক্ষা প্রতিবেদনে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমূখীকরণে বেশ কিছু বাধা যেমন- প্যারা ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা, স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি মেজার্স, টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড, পারস্পরিক স্বীকৃতির অনুপস্থিতি, রপ্তানিবিমূখী নীতি (Anti-export

Bias policy) ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়। এসকল বাধা হতে উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়, যথাঃ মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি সম্পাদন, পর্যাপ্ত টেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ, পারস্পরিক স্বীকৃতির চুক্তি, ইত্যাদি। গবেষণালব্ধ ফলাফল রপ্তানি বহুমূখীকরণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। সেবা বাণিজ্য সংক্রান্ত উপ-খাতের ওপর একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১২। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুটস প্রদান।

১৩। বিবিধ কাজ।

৭. কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা:

৭.১. সমস্যাবলী:

১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের জন্য বিধি অনুযায়ী এ সকল শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন পেশ করতে হয় ও কমিশনকে তা যাচাইপূর্বক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল শুল্ক আরোপের জন্য আবেদন করে না করতে বিরত রাখে;

২. আইন অনুযায়ী অসম প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিধান থাকলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং আমদানি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করতে হয় না, যার ফলে দ্রুতই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। সে কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আইন অনুযায়ী এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্কের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য উৎসাহবোধ করে না। ফলশ্রুতিতে, এখন পর্যন্ত এ ধরণের শুল্কারোপ করা সম্ভব হয়নি।

৩. আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনার জন্য অধিকতর দক্ষ ও সক্ষম লোকবলের প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, ইন্টার্নশীপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির নিমিত্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কমিশন থেকে একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি।

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই এবং চুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশ্লেষণধর্মী কাযক্রম দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য Global Trade Analysis Project (GTAP) ও TradeSift- এর মত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সফটয়্যারের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সকল সফটওয়্যার ক্রয় অত্যন্ত জরুরী।

৫. কাস্টমাইজড সফটওয়্যার না থাকার কারণে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য, আমদানি বাজারদর সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে বিপণন ও মনিটরিং কমিটির নিকট সরবরাহ করতে বিলম্বিত হয়।

৬. কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের অভাব। বিষয়টি সমাধান করা আশু প্রয়োজন। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান সম্ভব হয়নি, ফলে কমিশনের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৭. কমিশনের কোন নিজস্ব তথ্য ভান্ডার নেই। বিশ্লেষণধর্মী কাজের জন্য কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড হতে পত্র মারফত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, যা কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব ঘটায়।

৮. কমিশনের কোন নিজস্ব তথ্য ভান্ডার নেই। বিশ্লেষণধর্মী কাজের জন্য কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড হতে পত্র মারফত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, যা কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব ঘটায়।

৭.২. সুপারিশমালা:

১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সকল বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। এ কারণে এসকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে তা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তবে এসব বিধিমালার আওতায় তদন্ত শুরুর ষাট দিন পর সাময়িক শুল্ক আরাপ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ দেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করছে এবং ভবিষতেও আয়োজন করতে পারে। এছাড়া শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

২. বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিংভর্তুকি তথ্য/, আমদানি বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য এবং এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু বিধিমালাসমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এসকল নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ প্রত্যাশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথা ডাম্পিংভর্তুকির অস্তিত্ব/, পরিমাণ ও প্রকৃতি, হালনাগাদ আমদানির তথ্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণের নাম, সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন না। এসকল তথ্য অনেক সময় তাদের নিকট থাকে না, যে কারণে তারা সঠিকভাবে কোন আবেদন করতে পারেন না। এ কারণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
হালনাগাদ আমদানির তথ্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে যে কোন পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরণের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	
সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকারকের Business	

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	Registration number সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়	
সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত Automated System for Customs Data (ASYCUDA) ডাটাবেজে রপ্তানিকারকগণের হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে রপ্তানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এ সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	Automated System for Automated System for Customs Data (ASYCUDA) ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরণের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
ভর্তুকির অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও পরিমাণ	রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর	অভিযোগকৃত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে তার রশিদ অথবা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অথবা অভিযোগকৃত দেশে পণ্যটির উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত বাজার দর অথবা অভিযোগকৃত দেশ হতে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানির মূল্য	এ সকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন	বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রস্তুত করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করে তাও খাত ভিত্তিক এবং এর সংখ্যাও সীমিত। তবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন সংগ্রহ করার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদন জানা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা কমিশন সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য হতে যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে কমিশনকে নিয়মিত ভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ৩. দেশে বিদ্যমান ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ তাদের সদস্যদের নিকট হতে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি	যে কোন শিল্পের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, তবে এসকল তথ্য-উপাত্ত Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।	দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে GAAP অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবেদন পত্র পূরণে সহায়তা করার জন্য ট্যারিফ কমিশনে অথবা এফবিসিসিআই-তে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

৩. বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হলে কমিশনকে সময়াবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। একারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের জন্য আবেদন করেন, যা সহজে প্রাপ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ এর আওতায় প্রযোজ্য একটি স্থানীয় শুল্কযা সমভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়ে

থাকে। তবে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেট ঘোষণার পর পরই পৃথক একটি এসআরও দ্বারা দেশীয় উৎপাদনের ওপর সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করে। এছাড়া আমদানির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের বিধান রাখা হলেও সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু, রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এসব কারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সরকারের একটি প্রধান কাজ এবং একাজটি বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করাই সমীচীন। একারণে, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করাকে নিরূৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের নজরদারি বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণের কারণে এধরণের নজনদারি আরো বৃদ্ধি পাবে। একারণে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণকে সফল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুষম করা প্রয়োজন এবং সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ দেয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হয়। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্য ভান্ডারে কমিশনের প্রবেশাধিকার থাকা দরকার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কমিশনের MoU চুক্তির মাধ্যমে এর সমাধান করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. কমিশনের কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ক্রয় ও প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

৭. কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলান বিষয়টি সমাধানকল্পে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. কমিশনের বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য অনতিবিলম্বে পেনশন স্কীম ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল চালু করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট - ১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	১৫-০৩-১৯৭৬
২।	জনাব আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬	২৫-১০-১৯৭৬
৩।	জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান	২৬-১০-১৯৭৬	১৯-০১-১৯৭৭
৪।	জনাব এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭	১৪-০২-১৯৮০
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০	২৬-১০-১৯৮০
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ)	২৭-১০-১৯৮০	৩০-০১-১৯৮৪
৭।	জনাব খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪	০৬-০৬-১৯৮৪
৮।	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬-০৬-১৯৮৪	৩১-১০-১৯৮৫
৯।	জনাব নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২-১১-১৯৮৫	০৮-০৭-১৯৮৬
১০।	জনাব মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬	২৯-১১-১৯৮৯
১১।	জনাব এম.এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	১৫-১২-১৯৯০
১২।	জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ	১৫-১২-১৯৯০	১৯-০৬-১৯৯১
১৩।	জনাব আমিনুল ইসলাম	১৯-০৬-১৯৯১	২৩-১০-১৯৯১
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	২৩-১০-১৯৯১	০৫-১০-১৯৯৪
১৫।	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫-১০-১৯৯৪	২২-০৪-১৯৯৬
১৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬	২৩-০৭-১৯৯৬
১৭।	জনাব এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন	২২-০৮-১৯৯৬	২৩-০২-১৯৯৭
১৮।	জনাব আজাদ রুহুল আমিন	০১-০৩-১৯৯৭	০৭-১০-১৯৯৭
১৯।	জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫-১০-১৯৯৭	০৯-১২-১৯৯৭
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫-১০-১৯৯৭	২৬-১০-১৯৯৯
২১।	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫-১১-১৯৯৯	২৬-১০-১৯৯৯
২২।	জনাব এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী	০৭-০৬-২০০০	২২-০৪-২০০১
২৩।	জনাব এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১	
২৪।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১	১৪-১১-২০০১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩-০৬-২০০২	২২-০৬-২০০৪
২৬।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫-০১-২০০৫	১২-০৯-২০০৫
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২-০৯-২০০৫	২৭-০৪-২০০৬
২৮।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩-০৫-২০০৬	০৩-০৭-২০০৬
২৯।	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬	১৯-০৯-২০০৬
৩০।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮-১০-২০০৬	২৬-১২-২০০৬
৩১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯-০১-২০০৭	০৩-০২-২০০৮
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২-০২-২০০৮	১৭-১২-২০০৮
৩৩।	জনাব এ কে এম আজিজুল হক	১৮-০১-২০০৯	১৯-০৭-২০০৯
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	১৯-০৭-২০১২
৩৫।	জনাব মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২-০৭-২০১২	০৬-০৩-২০১৪
৩৬।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪-০৩-২০১৪	২৮-০৯-২০১৪
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮-০৯-২০১৪	১৩-০৯-২০১৫
৩৮।	জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪-০৯-২০১৫	১২-০১-২০১৬
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ	২৪-০২-২০১৬	২৬-১০-২০১৭
৪০।	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	২৬-১০-২০১৭	২৬-১২-২০১৮
৪১।	জনাব জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬-১২-২০১৮	কর্মরত

পরিশিষ্ট - ২

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

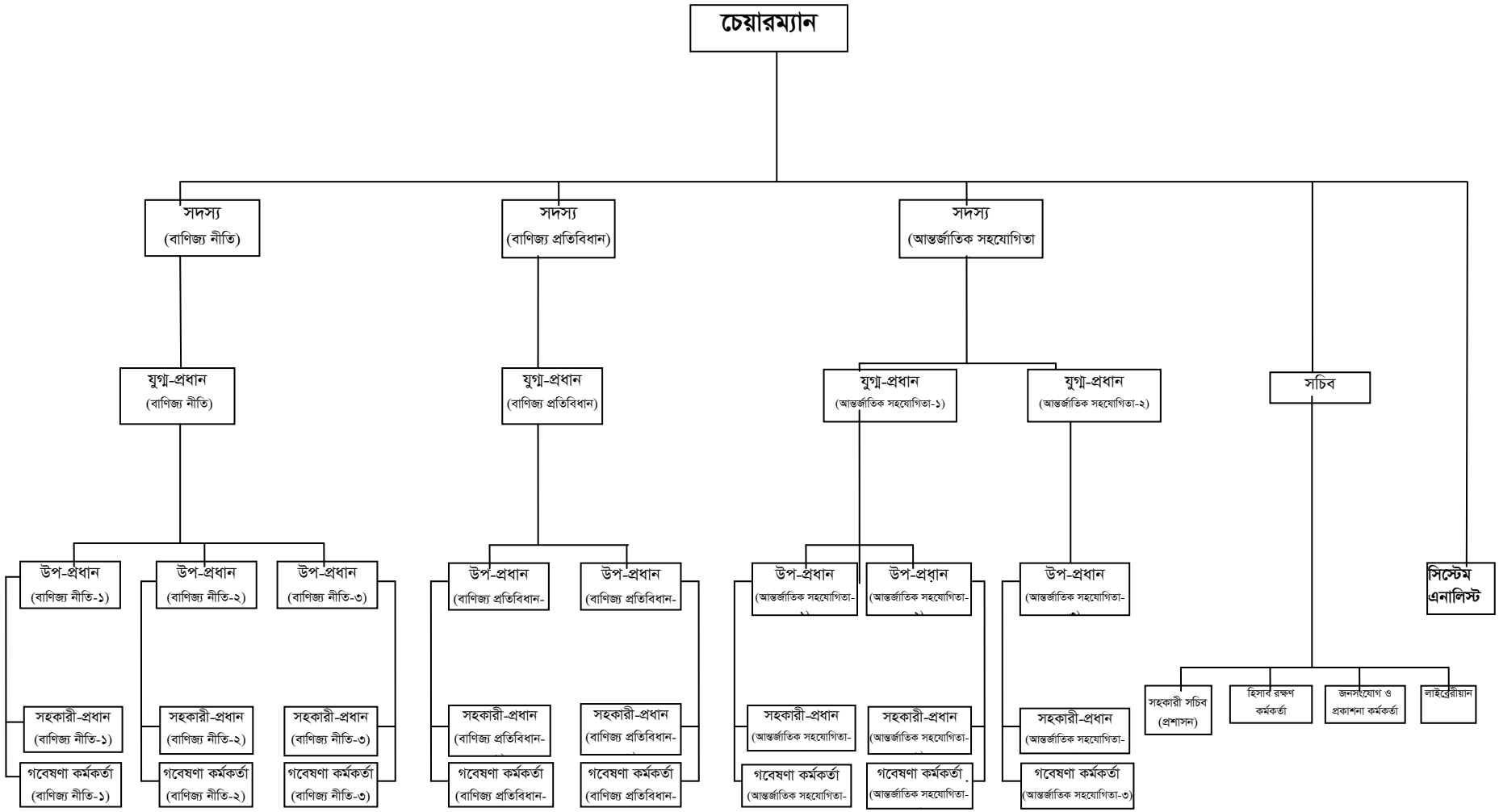

অনুমোদিত জনবল ঃ কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১ টি

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ৬, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২/ ২২শে কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ (২২শে কার্তিকতারিখে (১৩৯৯ , রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে:-

১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা:- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ‘‘কমিশন ’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।

(খ) ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) ‘‘সদস্য’’ অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) ‘‘সচিব’’ অর্থ কমিশনের সচিব।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা :- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলে।

(২) কমিশন একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার-

(ক) একটি সীলমোহর থাকিবে;

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়:- কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন:- (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনুর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে। (২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা:- চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

৭। কমিশনের গঠন:- (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনুর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) দেশী পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন;

(ঙ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থায় প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়।

(২) ধারা ১ এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে, যথা:- (ক) বাজার অর্থনীতি

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি;

(ঘ) জনমত।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে।

৮। তদন্ত অনুষ্ঠান:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৯। কতিপয় ক্ষেত্র কমিশনের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা:- কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যধারায় উহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন উক্ত বিষয়সমূহে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:-

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যাক্তির ওপর সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন তথ্য সরবরাহ এবং কোন তদন্ত বা অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল;

১০। সভা:- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সভা, উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের কোন সদস্য।

(৪) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ক্রটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। সচিব:- (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) সচিব-

(ক) কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(ঘ) কমিশনের প্রশাসনিক কাজ তদারক করিবেন এবং যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঙ) কমিশন বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী:- (১) কমিশন উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিকেকে কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৩। কমিটি:- কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কমিশনের তহবিল:- (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ফি এবং অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

১৫। বাজেট:- কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিংক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নীরিক্ষা:- (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৭। নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। প্রতিবেদন:- (১) প্রতি বৎসর ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্পলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:- এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ায় সম্ভবনা থাকিলে অন্যান্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২০। জনসেবক:- কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of, 1860) এর section 21 এ ``Public servant'' (জনসেবক) কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ''Public servant'' (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২১। ক্ষমতা অর্পণ:- কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। ট্যারিফ কমিশন বিলোপ, ইত্যাদি:- (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ শে জুলাই, ১৯৭০ জনের রিজিলিউশন নং এডমিন-১ই-২০/৭০/৬০৬, অত:পর উক্ত রিজিলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবেঃ

(২) উক্ত রিজিলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে:-

(ক) উক্ত রিজিলিউশনের অধীন গঠিত ট্যারিফ কমিশন, অতবিলুপ্ত কমিশন বলিয়া উ পর:ল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কমিশন এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প (IDTC Project) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পয়ন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আব্দুল হাশেম

সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস। ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট -৪

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	জনাব জ্যোতির্ময় দত্ত চেয়ারম্যান	৯৩৪০২০৯ ৯৩৪০২৪৩ ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ chairman@btc.gov.bd	
২।	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য (আঃ সঃ)	৯৩৩৩৫৬৫ ০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ member_icd@btc.gov.bd	
৩।	জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী সদস্য (নীঃ বাঃ)	৯৩৩৫৯৯২ ০১৭১১৩১৬৯০০ member_trd@btc.gov.bd alberuni_5388@yahoo.com	
৪।	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯১ ০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ member_trd@btc.gov.bd abid.khan@btc.gov.bd	
৫।	জনাব আবদুল বারী যুগ্ম প্রধান (আঃ সঃ - ২)	৯৩৩৬৪১১ ০১৭৩০০২০৫০৩ jc_icd2@btc.gov.bd	
৬।	জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরি যুগ্ম প্রধান (আঃ সঃ - ১)	৯৩৩৬৪৪৭ ০১৫৫২৪৭৯৯১০ jc_icd1@btc.gov.bd manzur_chowdhury@yahoo.com	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৬৪৪৭ ০১৬২৩৮৬১০৫২ jc_trd@btc.gov.bd rama.dewan@btc.gov.bd	
৮।	জনাব আবদুল বারী সচিব (অতিঃ দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩৩ ০১৭৩০০২০৫০৩ secretary@btc.gov.bd	
৯।	সৈয়দ ইরতিজা আহসান উপপ্রধান ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭৩৩০৭৪৩৫১ pschairman@btc.gov.bd	
১০।	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপ প্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩১ ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
১১।	আবু রাফা মোহম্মদ আরিফ উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৭১২০৬১৯৪৩ arif15843@yahoo.com	
১২।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ প্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১১২৪২৮২৩ dc_icd_gatt@btc.gov.bd	
১৩।	বেগম মোহসিনা বেগম উপ প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৬৭৫৪১১৯৪৪ dc_tpd_tpm@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৩৩০৮০৪ ০১৯১১১১৮২৯৪ systemanalyst@btc.gov.bd	
১৫।	জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার উপ প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৬ ০১৭১১০৬১৬৯২ dc_investigation@btc.gov.bd mozumder.ali@btc.gov.bd	
১৬।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপপ্রধান (আঃ সঃ)	০১৭১২১৬৯৮৫৫ dc_icd_ds@btc.gov.bd mamun.askari@btc.gov.bd	
১৭।	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৯১১২৩৩৬৪১ dc_tpd_sub@btc.gov.bd raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১৮।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১২২৮৪৬৯১ mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
১৯।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	০১৭৫২৫২৯৭৬৫ sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
২০।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	০১৭১৭৪০৮৭৬৫ abdul.latif@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (আঃ সঃ) (চঃ দাঃ)	০১৯১২০২৩৫৫২ ac_icd_gatt@btc.gov.bd mayen.molla@btc.gov.bd	
২২।	আবু রাফা মোহম্মদ আরিফ সহকারী সচিব (অতিঃ দায়িত্ব)	০১৭১২০৬১৯৪৩ arif15843@yahoo.com asstsecretary@btc.gov.bd	
২৩।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ro_injury@btc.gov.bd mohinul.karim@gmail.com	
২৪।	জনাব মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ)	০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ro_icd_gats@btc.gov.bd mirza.rahman@btc.gov.bd	
২৫।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	৮৩১৬১০৪ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ prandpo@btc.gov.bd info@btc.gov.bd shariftutul80@gmail.com	
২৬।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম গ্রন্থাগারিক (অতিঃ দাঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ librarian@btc.gov.bd shariftutul80@gmail.com	
২৭।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ-২)	০১৯১১৭২১৮৯৮ ro_icd_gatt@btc.gov.bd kazi.monir@btc.gov.bd	
২৮।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ, মনিটরিং সেল)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd lokman.hossain@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২৯।	জনাব লোকমান হোসেন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ accounts_office@btc.gov.bd lokman.hossain@btc.gov.bd	
৩০।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ)	০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ ro_tpd_tpm@btc.gov.bd	
৩১.	জনাব মোঃ শরিফুল হক গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ নীঃ)	০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ shariful.haque@btc.gov.bd ৪	
৩২.	জনাব সাদ্দাম হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ প্রঃ)	০১৭৫৩৮০৩৪৩০ saddam.hosen@btc.gov.bd	
৩৩.	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ নীঃ)	০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ arif.hossen@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট – ৫

কমিশনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বাণিজ্য আলোচনা/নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	বাণিজ্য আলোচনা/নেগোসিয়েশনের বিষয়	আয়োজনকারী দেশ/সংস্থা	আলোচনার মেয়াদকাল
১.	কাজী মনির উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫৩তম সভা	দক্ষিণ কোরিয়া	১১-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
২.	কাজী মনির উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫৪তম সভা	UNESCAP, ব্যাংকক	১৭-১৮ জানুয়ারী ২০১৯
৩.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ -প্রধান মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	BIMSTEC Trade Negotiating Committee - এর ২১তম সভা	বাংলাদেশ	১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮
৪.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	BIMSTEC Working Group on Rules of Origin - এর ১৯তম সভা	ভারত	২১-২২ জানুয়ারী ২০১৯
৫.	শেখ আবদুল মান্নান সদস্য	বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা	ভুটান	১২-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯
৬.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	Trade Negotiating Committee of Bangladesh-Indonesia Preferential Trade Agreement-এর ১ম সভা	বাংলাদেশ	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯
৭.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জেনেভা	০৩-০৫ এপ্রিল ২০১৯
৮.	মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ -প্রধান	First Bangladesh-Belarus Joint Economic and Trade Commission Meeting	বেলারুশ	২৩-২৪ এপ্রিল ২০১৯
৯.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	Informal WTO Ministerial Meeting among Developing Countries	ভারত	১৩-১৪ মে ২০১৯

পরিশিষ্ট - ৬

কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী দেশের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
১.	জনাব এইচ. এম শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	"Anti-monopoly Law Enforcement for B & R Countries" সেমিনার	চীন	২৭ জুলাই হতে ০৮ আগস্ট ২০১৮
২.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার	"Seminar on Paperless Trade and Cross border E-commerce for Asia-Pacific Countries"	চীন	০৭-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	"Thematic Course on Trade in Value Added Statisties and Global Value Chains"	সুইজারল্যান্ড	২৪-২৮ সেপ্টেম্বর ১৮
৪.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা অফিসার	"Business Travel Services for Developing Countries" সেমিনার	চীন	১০-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৫.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপ-প্রধান	"Seminar on Trade Rules for Senior Officials of Developing Countries"	চীন	১৫ সেপ্টেম্বর হতে ০১ অক্টোবর ১৮
৬.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	"Trade Academy 2018-2019" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	সুইডেন	১৫-২৬ অক্টোবর ২০১৮
৭.	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান (বাঃ প্রঃ)	"4th UNNExt Masterclass: License, Permits, Certificates and other regulatory requirements (e-LPCO) in a Single Window Environment" প্রশিক্ষণ	কোরিয়া	০৫-১৪ নভেম্বর ২০১৮
৮.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	Blended learning Course on QUISP for the SAARC Region"	শ্রিলংকা	২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
৯.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	Trade Academy 2018-2019" শীর্ষক সমাপনী কোর্স	সুইডেন	০৮ হতে ১২ এপ্রিল ২০১৯
১০.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	Trainging on Innovation	মালয়েশিয়া	২১-৩০ জুন ২০১৯
১১.	জনাব মির্জা আ.ফ.ম তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার	Interregonal Course on Key Issues on the International Economic Agenda	সুইজারল্যান্ড	২৪-২৬ জুন ২০১৯
১২.	জনাব এইচ. এম শরিফুল ইসলাম পি.আর এন্ড পি.ও	Trainging on Innovation	মালয়েশিয়া	২১-৩০ জুন ২০১৯

পরিশিষ্ট - ৭

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
১.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	ই-নথি সিস্টেমের নতুন সংযোজিত বৈশিষ্টসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ	৩১ জুলাই ২০১৮
২.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	১২ আগস্ট ২০১৮
৩.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	১৪ আগস্ট ২০১৮
৪.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২৮ আগস্ট ২০১৮
৫.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২৯ আগস্ট ২০১৮
৬.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৭.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (অভ্যন্তরীণ)	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ক্রমিক নং-২.২.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণের নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ ও অনুরূপ অন্যান্য বিধি/বিধান সম্পর্কে প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রশিক্ষণ।	২১ অক্টোবর ২০১৮
৮.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২১ অক্টোবর ২০১৮
৯.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	২৫ অক্টোবর ২০১৮
১০.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৩০ অক্টোবর ২০১৮
১১.	সকল কর্মকর্তা	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৯-২০ মার্চ ২০১৯

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
১২.	সকল কর্মকর্তা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিতকরণ/ প্রশিক্ষণ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ।	২৮ মার্চ ২০১৯
১৩.	১৫ জন কর্মকর্তা	ইনোভেশন সংক্রান্ত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায়	২৭ ও ২৮ মে ২০১৯
১৪.	সকল কর্মকর্তা	কমিশনের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০১৮

পরিশিষ্ট - ৮

কমিশনের কর্মকর্তাগণের অন্যান্য প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
১.	সৈয়দ ইরতিজা আহসান উপ-প্রধান	“Introduction to the WTO" প্রশিক্ষণ।	বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)	০২-০৪ অক্টোবর ২০১৮
২.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ-প্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৩.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৪.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপ-প্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৫	এস.এম. সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৬.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৮.	জনাব মির্জা আ.ফ.ম তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
৯.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
১০.	জনাব এইচ. এম শরিফুল ইসলাম পি.আর এন্ড পি.ও	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
১১.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার	বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য মডিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SANEM, ঢাকা	০৫ ও ০৭ নভেম্বর ২০১৮
১২.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ কর্মশালা	লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৩.	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপ প্রধান	উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়	২০-২৪ জানুয়ারি ২০১৯
১৪.	সৈয়দ ইরতিজা আহসান উপ-প্রধান	STEP প্রকল্পের আওতায় 'Project Management (PM)" কোর্সে প্রশিক্ষণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন শাখা	১-১০ মার্চ ২০১৯
১৫.	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান	"Workshop and Consultation on SDGs and Sustainable Graduation" কর্মশালা ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮-৩০ এপ্রিল ২০১৯

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
১৬.	এস.এম.সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় Training on World Trade and Development বিষয়ে ০৩ দিনব্যাপী দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-১৬ মে ২০১৯
১৭.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ-প্রধান	ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-২২ মে ২০১৯
১৮.	জনাব মির্জা আ.ফ.ম তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় Training on World Trade and Development বিষয়ে ০৩ দিনব্যাপী দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫-০৭ মে ২০১৯
১৯.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা অফিসার	ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-২২ মে ২০১৯
২০.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-২২ মে ২০১৯
২১.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় Training on World Trade and Development বিষয়ে ০৩ দিনব্যাপী দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬-২৮ মে ২০১৯
		বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় Training on World Trade and Development বিষয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৭-২৮ জুন ২০১৯
২২.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	"WTO Notional Workshop on Notification" শীর্ষক কর্মশালায়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৪ জুন ২০১৯
২৩.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা অফিসার	"WTO Notional Workshop on Notification" শীর্ষক কর্মশালায়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৪ জুন ২০১৯
২৪.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ-প্রধান	বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৭ জুন ২০১৯

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কাল
২৫.	জনাব আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৭ জুন ২০১৯
২৬.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা অফিসার	"বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আওতায় Basic Principles of TOW Agreements and challenges after LDC Graduation বিষয়ে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৫-২৭ জুন ২০১৯
২৭.	জনাব মোঃ শরীফুল হক গবেষণা অফিসার	“Economics of Tobacco abd Tobacco Taxation: Public Health ”Perspective বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০২-০৪ জুলাই ২০১৯
২৮.	জনাব সাদ্দাম হোসেন গবেষণা অফিসার	"Accession to Madrid Protocol System by Bangladesh and promotion of Trademark Use by Businesses" শীর্ষক সেমিনার।	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৭ জুলাই ২০১৯

ফটোগ্যালারী

১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান টিসিবি ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে CGA মডেলিং বিষয়ে SANEM এর প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে কমিশনের কর্মকর্তাগণ

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ কমিশনের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে অভ্যার্থনা জানানো হয়।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ কমিশনের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে অভ্যার্থনা জানান সদ্য সাবেক হওয়া বিদায়ী চেয়ারম্যান।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শেষে কমিশনের কর্মকর্তাগণ

২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে বাংলাদেশী পণ্যের ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক: ফলাফল পর্যালোচনা ও পরবর্তী করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বায়াক্সিয়ালি ওরিয়েনটেড পলি প্রপাইলিন ফিল্ম উৎপাদনকারী শিল্পের শুল্ক নীতি বিষয়ে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়

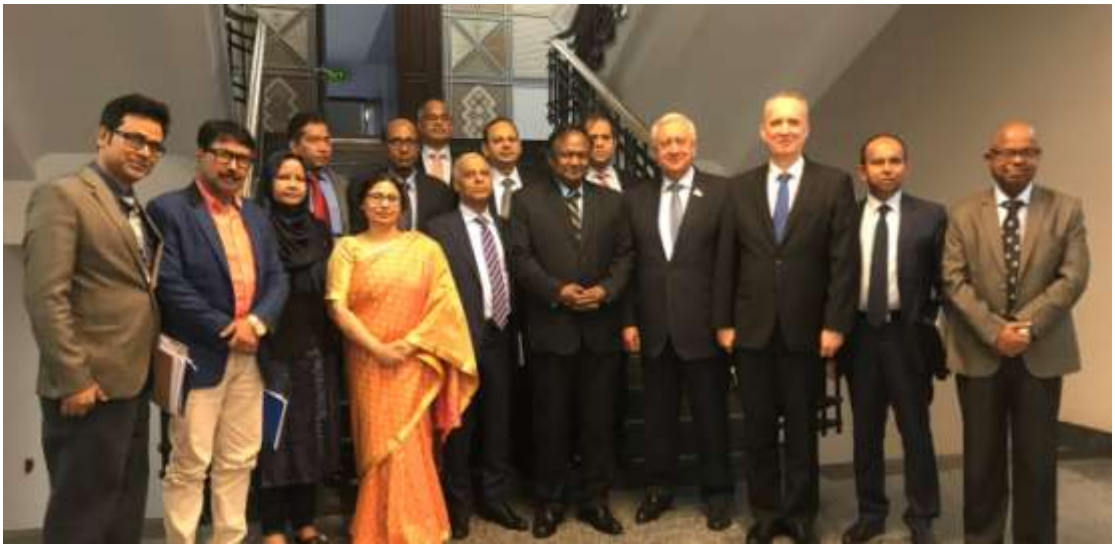

২৩-২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বেলারুশের মিনস্কে অনুষ্ঠিত First Bangladesh-Belarus Joint Economic & Trade Commission সভায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি অংশ নেন

২১-২২ জুন ২০১৯ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত BIMSTEC Working Group এর ১৯তম সভায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি অংশ নেন

২১-৩০ জুন ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।